

ভোটে জিতে প্রশাসনে বড় ঝাঁকুনি দিতে চাইছেন মমতা, ১১ তারিখ মেগা মিটিং নবানে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুনঃ লোকসভা ভোটে বাংলায় সুইপ করার পর এবার প্রশাসনে বড় রকমের ঝাঁকুনি দিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। ১১ তারিখ মঙ্গলবার নবান্ন সভায় মেগা বৈঠক ডাকলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রে খবর, মমতা বন্দোপাধ্যায় মনে করছেন, বাংলায় যে নেতি নেতি পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করেছিল বিরোধীরা, এই জনদেশ তাকে খণ্ডন করে দিয়েছে। তৃণমূলের প্রতি মানুষ আস্থা জানিয়েছে। শাসক দলের ভোটও

বেড়েছে। একে তাঁর সরকারের প্রতি আস্থা হিসাবেই বিবেচনা করা উচিত। কারণ, সাধারণ নির্বাচন হলেও বিজেপি এই ভোটে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিল। সেই অবস্থায় মানুষ যদি তৃণমূলকে আগের তুলনায় বেশি হারে ভোট দেয়, তাহলে বুঝতে হবে প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই আস্থা রয়েছে। সেই আস্থা ধরে রাখতে এবার প্রশাসনকেও কোমর বেঁধে নামতে হবে। গত লোকসভা ভোটে বাংলায় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে ভোটের ফারাক ছিল ৬

শতাংশ। এবার তা বেড়ে ৭ শতাংশ হয়েছে। বিজেপির ভোট গত লোকসভার তুলনায় ৩ শতাংশ কমছে। তৃণমূলের ভোট ২ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৪৫.৭৬ শতাংশ। অনেকের মতে, সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা তৈরিতে হাওয়া দিয়েছিলেন প্রশাসনেরই অনেকে। মহাশূ ভাতা ইত্যাদি নিয়ে প্রশাসনের একাংশ ক্রমাগত সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করে গেছেন বলেও নবান্নের শীর্ষ স্তরের ধারণা। এবার সেই কারণেই ঝাঁকুনি দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে।



লোকসভা ভোটের মধ্যে এবার বেশ কিছু জেলা শাসক, অফিসার এবং পুলিশ কর্তাকে তাদের পদ থেকে সরিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সুত্রের দাবি, মঙ্গলবার নবান্ন সভায় বৈঠকের আগে সোমবার সেই সব অফিসারদের মধ্যে অনেককেই তাদের পুরনো পোস্টিংয়ে ফেরানো হবে। রাজ্য পুলিশের ডিউজ পদে ফের আনা হতে পারে পুলিশ কর্তা রাজীব কুমারকেও। তার পর ১১ তারিখের বৈঠকে সব দফতরের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, সচিব, বিভাগীয়

প্রধান ও জেলা শাসক, পুলিশ সুপারদের ডাকা হয়েছে। নবান্ন কর্তাদের মতে, ওই বৈঠকে প্রশাসনের অনেক অফিসার হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা পেতে পারেন। কিন্তু অনেকের কপালে অন্য কিছু জ্বলনা ঠিক হবে না। প্রশাসনের ঝাঁকুনি দেওয়ার এই চেষ্টার পাশাপাশি যে প্রশ্টিতা বড় হয়ে উঠতে পারে তা হল অর্ণের সংস্থানা কারণ, এখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈঠকে কোথাগারের উত্তর চাপ বেড়েছে। তা ছাড়া ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আবাস

যোজনা খাতে সাড়ে ১১লক্ষ মানুষকে অনুদান দেওয়ার কথাও ঘোষণা করে রেখেছেন মমতা বন্দোপাধ্যায় ও অভিনেত্রী বন্দোপাধ্যায়। তবে নবান্ন কর্তারা মনে করছেন, অর্থনৈতিক বিষয়ে কেন্দ্রের থেকে যে অসহযোগিতা গত পাঁচ বছর ধরে দেখা গিয়েছে, এবার তা চালিয়ে যাওয়া বিজেপির জন্যও মুশকিল। তা ছাড়া কেন্দ্রে জেট সরকারে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের দুই বন্ধুও এবার রইলেন। তারা লেনন, চন্দ্রবাবু নায়ডু ও নীতীশ কুমার।

শুভেন্দুই কি মেদিনীপুরে পাঠিয়েছিলো? মুখ খুললেন অগ্নিমিত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুনঃ হার নিয়ে দিলীপ ঘোষের মুখে শোনা গিয়েছে ‘কাটিবাজি’র কথা। তবে মেদিনীপুরে বিজেপি যাকে এবার প্রার্থী করে জেতা সিট খুঁয়েছে, সেই অগ্নিমিত্রা পাল দিলীপ ঘোষের ‘কাটিবাজি’ তত্ত্ব মানতে নারাজ। বরং তিনি হারের কারণ কী, তার রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন দিল্লিতে। একইসঙ্গে অগ্নিমিত্রা বলেন, “২০১৬ থেকে দিলীপদা তিন বছর বিধায়ক থাকার পর, সংগঠনের কাজ করার পর দিলীপদা পেয়েছিলেন ৬ লক্ষ ৮৫ হাজার প্রাস ভোট। আর আমি দু’মাস থাকার পর আমি পেয়েছি ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার প্রাস ভোট। মেদিনীপুরের মানুষকে তো দেখ দিতে পারব না।” মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে দিলীপ ঘোষকে বিজেপি প্রার্থী করে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে। আর দিলীপের মেদিনীপুরে পাঠানো হয় অগ্নিমিত্রা পালকে। ৪ জুন লোকসভা ভোটের ফলাফলে দেখা গিয়েছে, দিলীপও হেরেছেন, আর অগ্নিমিত্রাও জিততে পারেননি। যে পাটিগণিত কয়েই বিজেপি এই প্রার্থী বদল



করুক না কেন, অঙ্ক মেলেনি। ৫ জুনই দিলীপ ঘোষ শুনিয়েছিলেন, “আমাকে লল যখন যা বলছে আমি নিষ্ঠার সঙ্গে করেছি। কোনও ফাঁক রাখিনি। তবে যারা আমাকে ওখানে পাঠিয়েছেন তারা ভাববেন।” একইসঙ্গে দিলীপ বলেন, “চক্রান্ত এবং কাটিবাজি রাজনীতির অঙ্গ। আমি ব্যাপারটা সভাবেরই নিষেধ। তার পরেও যথেষ্ট পরিচয় করেছি। কিন্তু সফলতা আসেনি। রাজনীতিতে সবাই কাটি নিয়ে ঘুরতে থাকে।” অগ্নিমিত্রা পাল অবশ্য একেবারেই এ কথা মানছেন না। বরং অগ্নিমিত্রার দাবি, “আমাকে আসন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি নাজদা। কোথাও কোথাও শোনা যাচ্ছে আমাদের বিরোধী দলনেতা আমাকে সিট দিয়েছেন। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল কথা। কারণ আমি আসন চেয়েছিলাম আসনসোল বা দুর্গাপুর। আমি সেখানে কাজ করেছিলাম। তবে কারও সুপারিশে আমি আসন পাইনি। আমাকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সর্বভারতীয় সভাপতি ফোন করে এই সিটে দাঁড়তে বলেছিলেন। আমাকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিট দিয়েছেন। সেখানে তো ঘুম থেকে উঠে বলে দিলাম এই আসনে এই হবে, তা হয় না। আমাদের দলটা তেমন তো নয়। তবে নিশ্চয়ই কিছু তো হয়েছে। যার জন্য আমাকে ওখানে পাঠানো হয়েছিল। খারিটা তো দিলীপদাকেই উত্তর দিতে হবে।”

দেশবাসী জানে, আমরা না হেরেছি, না আমরা হারব মোদি

নয়াদিল্লি, ৭ জুনঃ ৪ জুন লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশ হতেই স্পষ্ট হয়, একার ক্ষমতায় সরকার গড়তে পারবে না বিজেপি। সরকার গড়তে নরেন্দ্র মোদির ভরসা এনডিএ-র শরিকরা। এই লিখন স্পষ্ট হওয়ার পর থেকেই এনডিএ জোটকে মজবুত করতে চেষ্টার খামতি রাখছেন না বিজেপি-র শীর্ষনেতৃত্ব। ফলপ্রকাশের দিনই মোদির মুখে শোনা গিয়েছিল এনডিএ-র সাফল্যের কথা। শুক্রবার এনডিএ-র নেতা নির্বাচন করতে সংসদের সেন্ট্রাল হলে হাজির ছিলেন বিজেপি-সহ এনডিএ শরিক দলের নেতারা। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে এনডিএ জোটের সংসদীয় দলনেতা নির্বাচিত হলেন প্রধানমন্ত্রী। এর পর রাষ্ট্রপতির কাছে সরকার গঠনের দাবি জানাবেন তারা। সেন্ট্রাল হলে বক্তৃতা করি মোদির মুখে এ দিনও বার বার উঠে এল এনডিএ জোটের প্রসঙ্গ। ভারত মাতা কি জয় বলে শুক্রবার বক্তব্য শুরু করেন মোদি। সকল সাংসদদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি প্রবল গরম উপেক্ষা করে কার্যকর্তাদের পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদও জানান। এনডিএ-র নেতা নির্বাচিত হওয়ার শরিদ দলের সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন মোদি। বলেছেন, “আমি ভাগবান যে আপনারা সকলে আমার এনডিএ-র নেতা হিসাবে নির্বাচিত করে দায়িত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে আমি জবাবদিহিতে বিশ্বাস করি। ২০১৯ সালে যখন আপনারা আমার নির্বাচিত করেছিলেন, তখন আমি

বিশ্বাস শব্দের উপরে জোর দিয়েছিলাম। আজ যখন আমার পুনরায় নির্বাচিত করছেন, তখন আমি মনে করি আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের সেতু অটুট। এটাই সবথেকে বড় পুঁজি।” ২০২৪ সালের ফল প্রকাশের পর থেকেই নরেন্দ্র মোদির নৈতিক হার হয়েছে

জোট কটটা শক্তিশালী তাও নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেছেন মোদি। বলেছেন, “ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে কোনও জোট এনডিএ-র মতো সফল হয়নি। এনডিএ সরকারকে ২২ রাজ্যের জনগণ তাদের সরকার নির্বাচিত করে বোঝা করার সুযোগ দিয়েছে। আমাদের এই

আক্রমণ শাননা সেখানে যেমন কংগ্রেসের আসন সংখ্যা নিয়ে কটাক্ষ করেন, পাশাপাশি ইতিএম নিয়ে অভিযোগের জন্য বিরোধীদের কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। ‘নেশন ফার্স্ট’ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই যে তিনি সরকার পরিচালনা করবেন, তাও ঘোষণা করেন। ইতিএমে

ভোটে লড়তে চাইনি, কিছু দালাল লোক পার্টিটাকে চালাচ্ছে, বিস্ফোরক দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুনঃ লোকসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থীতালিকা প্রকাশের পর থেকেই শুরু হয়েছিল বিতর্ক। কেন বদল করা হল দিলীপ ঘোষের কেন্দ্র, এই প্রশ্নে গুঞ্জন শুরু হয় বিজেপির অন্দরেই। ভোটের ফল প্রকাশের পর দলের এই সিদ্ধান্তের পিছনে ‘কাটিবাজি’র অভিযোগ তুলছেন দিলীপবাবু নিজেই। এবার সরাসরি জানিয়ে দিলেন, বর্ধমান-দুর্গাপুর আসন থেকে ভোটে লড়াই করার ইচ্ছা ছিল না তারা। শুধুমাত্র

বৈঠকে থাকেন না। অনেকে আছেন, যারা ভোট করানোর নামে টাকা রোজগার করতে দল করেন। কিছু দালাল লোক পার্টিটাকে চালাচ্ছে।” দিলীপবাবুর দাবি, “আমাকে এক বছর আগে দলের পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলা হল, নিচের কেন্দ্রে মন দিন। আমি সেদিনই নড়জড়িকে বলে এসেছিলাম। দলের যা অবস্থা তাতে দিলীপবাবু নিজেই। এবার সরাসরি জানিয়ে দিলেন, বর্ধমান-দুর্গাপুর আসন থেকে ভোটে লড়াই করার ইচ্ছা ছিল না তারা। শুধুমাত্র



আরএসএস-এর নির্দেশে ভোটে লড়াই করেছেন তিনি। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমকে দিলীপবাবু বলেন, “আমি রাজনীতিতে আসতে চাইনি। আরএসএস-এর অনুরোধে আমি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করি। এবার আমার কেন্দ্র বদল হওয়ার পর আমি আরএসএস-এর নেতাদের সঙ্গে কথা বলি। জানাই আমি ভোটে লড়তে চাই না, রাজনীতিতে করতে চাই না। দলকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছি। ৪০ শতাংশ ভোট হয়ে গিয়েছে। এবার আমার মুক্তি দিন। কিন্তু তারা আমাকে ভোটে লড়তে অনুরোধ করেন তাই লড়ছি।” দিলীপবাবু বলেন, “বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে দলের সংগঠন বলে কিছু ছিল না। অর্ধেক নেতা মণ্ডল কমিটির

আমার কেন্দ্র বদলের আগে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলেনি। আমার প্রার্থীপদও ঘোষণা করা হয়েছে শেষ মুহূর্তে। ফলে ভোটের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পাইনি। এর পিছনে কিছু একটা তো আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।” লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দেখা যায় বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ রায়ের কাছে প্রায় ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা মেদিনীপুরের ২ বারের সংসদ দিলীপ ঘোষ। বিজেপির অন্দরের গুঞ্জন, শুভেন্দু অধিকারীর চাপেই মেদিনীপুরের বদলে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্র থেকে তাঁকে দাঁড় করায় বিজেপি।

প্যাচপ্যাচে গরমে তো নাজেহাল অবস্থা, কবে বর্ষা ঢুকছে দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুনঃ উত্তরবঙ্গে আগুনে আগুনে বর্ষা ঢুকলেও আপাতত দক্ষিণে মরসুমী বায়ু আসতে চলে গেছে। বরং আগামী কয়েকদিন গরমে পড়তে যেটা দক্ষিণবঙ্গ। সঙ্গে বেশ কয়েকটি জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি করেছে হাওয়া অফিস। বৃহস্পতিবার বিকেলে কলকাতা

থাকবে। সপ্তাহ শেষে গরম আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা আবহাওয়া দফতর। আগামী কয়েকটা দিন তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাতবে অস্বস্তি। শুক্রবার থেকে থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে এবং বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। কলকাতায় নির্ধারিত সময়ের আগে বর্ষা আসার সম্ভাবনা নেই। ১২



সহ দুই পরগনার কিছু জায়গায় বৃষ্টি হয়েছিল। মূলত স্থানীয় বর্জগত মেঘ থেকেই সাময়িক স্তুতি মিলেছিল। তবে আবহবিস্তার স্পষ্টই জানিয়েছিলেন, দক্ষিণবঙ্গে আগামী দু’দিনে আরও ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। সপ্তাহান্তের আগে অস্বস্তি আরও বাড়বে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গবাসীর গরম ও অস্বস্তিতে নাজেহাল হতে হবে। শনিবার থেকে পশ্চিমের চার জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা রয়েছে। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত বাকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহ চলবে। দক্ষিণের বাকি জেলাগুলিতে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া

জুনের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু কলকাতায় প্রবেশের সম্ভাবনা খুব কম। আগামী বৃহস্পতিবার দক্ষিণের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আর তারপর দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এদিকে আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিঙ্গু, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে। আগামী বৃহস্পতিবার রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহবিস্তার। তার আগে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি হলেও দক্ষিণবঙ্গে কয়েকটি জায়গা ছাড়া বৃহস্পতিসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির তেমন পূর্বাভাস নেই।

দিলীপ ঘোষ কি তৃণমূলে যোগ দেবেন? কী বললেন ব্রাত্য বসু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুনঃ লোকসভা ভোটে বাংলায় একাক্ষিক ইন্দ্রপত্তন হয়েছে। তালিকার রয়েছেন বিজেপির দিলীপ ঘোষ। ১ লাখ ৬০ হাজার ভোটে হেরেছেন তৃণমূলের কীর্তি আজাদের কাছে। তারপর থেকেই দিলীপ ঘোষকে নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। এগ্নি হ্যাভেনে দিলীপ ঘোষ সওয়াল করছেন দলের পুরনো কর্মীদের হয়ে। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে পুরনো কর্মীদের গুণত্ব বুঝিয়েছেন দিলীপ। এদিকে

ভোটে হারের পর তাঁকে এ কথাও বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘চক্রান্ত এবং কাটিবাজি রাজনীতির অঙ্গ।’ একের পর এক এমন ইস্যু ঘিরে জের চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ভোট পরবর্তী সময়ে দিলীপ ঘোষ তৃণমূলে যেতে পারেন কি না, তা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। এই নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে। তিনি অবশ্য এই প্রশ্নে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ব্রাত্যের বক্তব্য, “দিলীপ ঘোষ

আমাদের দলে আসবেন কি আসবেন না, সেটা দিলীপ ঘোষ ও আমাদের দলের নেতৃত্বের ব্যাপার। আমার এখানে কোনও বক্তব্য নেই। আলিপুরদুয়ার, বাগদার বিধায়করা যখন দলে এসেছেন, নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেই এসেছেন। এবার বিধুপুত্রের সাংসদ যদি আসেন, বর্ধমান-দুর্গাপুরের হেরা প্রার্থী যদি আসতে চান আসলে আসবেন সেটা নেতৃত্বের ব্যাপার। এটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।” দিলীপ ঘোষে নিয়ামনে পরাজয়ের পর যে চক্রান্ত

ও কাটিবাজির তত্ত্ব তুলে ধরেছেন, সেই নিয়েও মন্তব্য করেছেন ব্রাত্য বসু। তাঁর কথায়, “তার মানে ওঁর কাটি প্রতিরোধ করার জন্য কোনও কণ্ঠ বা বাঁশ ছিল না। উনি বেকার লাঠি-গলা হাতে ঘুরে বেঁড়িয়েছেন।” এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বালাার রাজনীতিতে এমন দলবদলের ইতিহাস রয়েছে প্রচুর। মুকুল রায় থেকে শুরু করে অনুরা বিশ্বজিৎ দাস, কৃষ্ণ কল্যাণী, সুমন কাকিলাল, অর্জুন সিং এমন অনেকে রয়েছেন তালিকায়। যদিও এগ্নি

বাংলার মহিলাদের ‘ভিথিরি’ বলে আক্রমণ সিপিএমের, রাজ্যজুড়ে তোপের মুখে লালপার্টি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুনঃ কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠন হয়নি। হতে চলেছে এনডিএ সরকার। যার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নবেন নরেন্দ্র মোদি। বাংলাতেও তৃণমূল কংগ্রেস জিতে নিয়েছে ২৯টি লোকসভা আসন। ফলে ভোট এখানেই শেষ। কিন্তু বাংলার দিকে যদি তাকানো যায় তাহলে এগ্নিট পোল একটি বিষয় মিলিয়ে দিয়েছে। তা হল-বামেরা শূন্য পাবে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে পেয়েছেও তাই। আর চূড়ান্ত বার্থ হয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ডিং কটিতে শুরু করেছেন বামেরদের অনেকেই। তাতেই তত্ত্ব হয়ে উঠেছে নেটপাড়া। এমনকী এই ট্রেন্ডিং যেহেতু ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পকে খোঁচা মেরে তাই সেটা গোটা পশ্চিমবঙ্গে আলোচন ফেলেছে। বিষয়টি ঠিক কখনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। আর এবার এই নির্বাচনে মহিলারা ঢেলে ভেঙে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। তাতেই বেশিরভাগ লোকসভা কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানে পৌঁছেছে সিপিএম। এই ফলাফল দেখার পর নেতাবৃন্দে একটি ভিত্তিতে পোস্ট করেন শ্রীলেখা মিত্র। তিনি অভিনেত্রী হলেও



বামপন্থী। সেখানে তিনি লেখেন, ‘বাস! আর তো কিছু চাই না। মাসে মাসে হাজার টাকা করে পেলেই বৈদীরা খুশি।’ এই মন্তব্য যে সরাসরি ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পকে খোঁচা দিয়ে তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি। তারপরই আছেন পেড়ে মহিলাদের প্রতিবাদ। তারপর ঠিক কী ঘটল? এখানেই সিপিএমের নেতা-নেত্রীরা খেমে থাকেনি। বরং কড়া ভাষায় আক্রমণ করতে থাকেন। অনেকেই লিখেছেন, ‘শিক্ষা হেরেছে ভিক্ষা জিতেছে।’ এই কথার

অর্থ হল বাংলার মহিলারা যাঁরা এই ভাতা নেন তাঁরা ‘ভিথিরি’। এটিই বাংলার মহিলারা মনে নিতে পারেননি। নেটপাড়াতেই সিপিএমকে তুলেগান্য করেন বহু মহিলা এবং জানিয়ে দেন, ৬৪ বছর সিপিএম কি করেছে। যেহেতু কথ্য তারা ভাবেনি। আর আজ যখন মহিলাদের কথা মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন তখন তাঁর প্রকল্পকে কটাক্ষ করা হচ্ছে এবং মহিলাদের আক্রমণ করতে থাকেন। এই জনাই সিপিএম শূন্য পেয়েছে। আসলে সৃজন ভট্টাচার্য, দীপ্তি

এবারও বাড়ল না রোপো রেন্ট, ৬.৫ শতাংশই অপরিবর্তিত রাখল আরবিআই



মুহুই, ৭ জুন : এবারও বাড়ছে না রোপো রেন্ট। এই নিয়ে টানা সপ্তমবার রোপো রেন্ট অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। শুক্রবার সকালে স্বস্তির খবর দিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। যার অর্থ, আপাতত রোপো রেন্টের হার ৬.৫ শতাংশই থাকছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তের ফলে গৃহঋণ, গাড়ির ঋণ এবং অন্যান্য ঋণে অতিরিক্ত সুদ গুনতে হবে না গ্রাহকদের।আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, আরবিআই-এর মুদ্রানীতি কমিটি ৪২ সংখ্যাপরিষ্ঠতায় পলিসি রোপো রেন্ট ৬.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরবিআই গভর্নর আরও জানিয়েছেন, ফলস্বরূপ স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি হার ৬.২৫ শতাংশ এবং মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি হার এবং ব্যাঙ্ক রেন্ট ৬.৭৫ শতাংশে রয়ে গিয়েছে।

পরিস্থিতি অনুকূল, ৯-১০ জুনের মধ্যেই মুহুইয়ে বর্ষা আগমনের সম্ভাবনা

মুহুই, ৭ জুন :পরিস্থিতি একেবারেই অনুকূল, আর এই অনুকূল পরিস্থিতির কারণেই ৯-১০ জুনের মধ্যেই মুহুইয়ে বর্ষা আগমনের সম্ভাবনা প্রবল। শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছে মুহুই আইএমডি। অবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে মহারাষ্ট্রের রত্রাগিরি ও সোলাপুরেও অগ্রসর হয়েছে বর্ষা। আগামী ৪ দিন মহারাষ্ট্রে বর্ষার অগ্রগতির জন্য বেশ অনুকূল। মহারাষ্ট্রে বর্ষা ঢুকছে ৬ জুন, দক্ষিণ কোঙ্কন অঞ্চল হরে, শুক্রবার সকালে মহারাষ্ট্রের রত্রাগিরি ও সোলাপুরেও অগ্রসর হয়েছে বর্ষা। অবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৪ দিন মহারাষ্ট্রে বর্ষার অগ্রগতি জন্য বেশ অনুকূল। ৯-১০ জুনের মধ্যে মুহুইয়ে বর্ষা আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

সবকা সাথ ও সবকা বিকাশই বিজেপির এজেন্ডা:কঙ্গনা রানাউত

নয়াদিল্লি, ৭ জুন : সবকা সাথ ও সবকা বিকাশই বিজেপির এজেন্ডা, জোর দিয়ে বললেন বিজেপি নেত্রী তথা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। শুক্রবার এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন হিমাচল প্রদেশের মান্ডি আসনে জয়ী বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউত।সংসদ চত্বরে তাকে তৃতীয়বার মৌদী সরকার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়, সংক্ষিপ্ত উত্তরে কঙ্গনা রানাউত বলেনছেন, সবকা সাথ ও সবকা বিকাশই বিজেপির এজেন্ডা। আর আমরা তা অনুসরণ করে চলব।

এই মুহূর্তে সরকার গঠনই অগ্রাধিকার, অগ্রিপথ নিয়ে প্রশ্নে মন্তব্য চিরাগের

নয়াদিল্লি, ৭ জুন :এই মুহূর্তে সরকার গঠনই তাদের অগ্রাধিকার, জানিয়ে দিলেন লোক জনশক্তি পার্টির (রামবিলাস) প্রধান চিরাগ পাসোয়ান। অগ্রিপথ প্রকল্প নিয়ে জেডিইউ-র অবস্থান প্রসঙ্গে শুক্রবার চিরাগ পাসোয়ানকে প্রশ্ন করা হলো, তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, আমরা জোটের যে কোনও বিষয়ে হোলোমেলো আলোচনা করতে পারি। এটা ভালো ব্যাপার যে আমার প্রধানমন্ত্রী সবসময় পরামর্শ স্তনতে প্রস্তুত থাকেন। আমরা গত ১০ বছরে সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষী।এরপরই চিরাগ বলেছেন, কোনও শরিক দল যদি মনে করে, আমাদের কোনও পরিকল্পনা কার্যলোচনা করা দরকার, আমি মনে করি জোটের মধ্যে সম্মতি আছে যে এটি করা হবে। এখনও পর্যন্ত এই তথ্য নেই যে কতজন যুবক এই প্রকল্পের রোলআউট থেকে উপকৃত হয়েছে...যখন এই সমস্ত তথ্য আমাদের কাছে অনুষ্ঠানিকভাবে আসবে, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত জোটের নেতারা হবে...এই মুহূর্তে, সরকার গঠনই অগ্রাধিকার।

মৌদীজির নেতৃত্বে এনডিএ জোটের শরিকরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেনঃঅনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৭ জুন :প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ-র জোটের শরিকরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আশাবাদী বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। অনুরাগ আশা

ব্যক্ত করে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মৌদীর নেতৃত্বে বিজেপি-এনডিএ সরকার গঠন হতে চলছে। হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরের বিজেপি সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুর এদিন এনডিএ

সংসদীয় দলের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন।এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার প্রাক্কালে অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, আমি হামিরপুরের ভোটারদের কাছে কৃতজ্ঞ...প্রধানমন্ত্রী মৌদীর নেতৃত্বে

বিজেপি-এনডিএ সরকার গঠিত হতে চলছে...আসন্ন সময়ে আমরা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হব...মৌদীজির নেতৃত্বে এনডিএ জোটের শরিকরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

চবিশশের ভোটের ব্যবধান বেড়েছে,দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে জোর

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। কিন্তু বাকি শরিকদের সমর্থনে এনডিএ সরকার গড়ে উঠবে। এটা সত্যিই প্রকৃত এনডিএ সরকার। কারণ বিজেপি এখন সংখ্যালঘু। এই আবে বাংলার দিকে তাকালে বিজেপি জিততে ১২টি আসন। আরের বারের থেকে ৬টি আসন কমেছে। আর এই আবে দেখা যাচ্ছে, লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে সবুজ-ঝড় অব্যাহত। দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্র থেকে আবার জিতলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রাণী মালা রায়। কিন্তু খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্রেই এবার জোড়াফুল শিবিরের সঙ্গে সরাসরি টক্কর দিল পদ্মফুল শিবির। এই বিষয় আগে কখনও ঘটেনি।কিন্তু এ বারের ভোটের ফলাফলে অনেক বেশি ‘ দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। কারণ, এ বারের লোকসভা নির্বাচনে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রেই ভাল ব্যবধান এগিয়েছেন তাঁরা।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র ভাবানীপুরে ডেট। এবং এগিয়ে থাকাপার ব্যবধান বাড়িয়েছে তৃণমূল। ২০১৯ সালে বিজেপির থেকে তৃণমূল ভবানীপুরে এগিয়েছিল ৩,১৬৮ ভোট।এ বার সেই ব্যবধান বেড়ে হয়েছে ৮,২১৭ ভোট। ২০১৯ সালের তুলনায় মেয়র ফিরহাদ হাকিমও তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ব্যবধান বাড়তে সক্ষম হয়েছে। ২০১৯ সালের ৩৬,২৩৯ ভোটের ব্যবধান এ বারের ভোটে বেড়ে হয়েছে ৪২,৮৯৩ ভোট। মন্ত্রী জভেদ দলের কেন্দ্র সর্বসা বিধানসভায় গত লোকসভা নির্বাচনে ব্যবধান ছিল ৩৪,৬৪১। সেই ব্যবধান বেড়ে



হয়েছে ৪৬,৮৫০।তৃণমূলের স্বস্তির আরও কারণ হল, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় সব বিধানসভা কেন্দ্রেই ব্যবধান বাড়তে সফল হয়েছে তারা। ২০১৯ সালের ভোটে রাসবিহারী কেন্দ্র থেকে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার ভোটের ব্যবধান এগিয়ে গিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু সেই রাসবিহারী কেন্দ্রে এ বার বিজেপিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে শাসকদল। ওই কেন্দ্রে ১,৬৯১ ভোট জিতেছে তারা। ঘটনাক্রমে, ২০১৯ সালে এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন তৃণমূলের বর্ষািয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। আর এখন এই কেন্দ্রের বিধায়ক দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস কুমার। তাই জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের লক্ষ্য ছিল যেন তেন প্রকারেণ এই বিধানসভা থেকে মালাকে এগিয়ে দেওয়া। কারণ, মালা নিজের রাষ্ট্রপতির বিধানসভার অধীন ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। গত লোকসভা ভোটে যখন এই আসনে বিজেপি এগিয়ে গিয়েছিল, তখন দলের একাংশের প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন জেলা নেতৃত্ব। এ বার রাসবিহারীর ফলাফলের নিরিখে ‘দক্ষিণ জেলার নেতাদেরও দক্ষিণ কলকাতা লোকসভার অন্তর্গত বাসিগঞ্জ বিধানসভায় ২০১৯ সালে তৃণমূল প্রাণী মালা এগিয়ে ছিলেন ৫৪,৪৫২ ভোট। এ বার সেই ব্যবধান বেড়ে ৫৬,১১৩ ভোট

ভোটে হেরেই তুলকালাম! এবার দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলে বসলেন ‘ ছোঁকরা দেবারি বরলেন

দুদ্র দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচনে (Loksabha Election) রাজ্যে কার্যত মুখ খুঁবে পাচ্ছে বিজেপি। আর তারপর থেকেই একের পর এক বিক্ষোভক মন্তব্য করে চলছে বঙ্গ বিজেপি নেতারা। কারণ কথায় ‘ চক্রান্ত হয়েছে’, তো কেউ দোষ ঠেলছেন রাজ্য নেতৃত্বের ঘাড়ে। আর এবার বিজেপির পাশাপাশি হারার পর ফোস করে উঠলেন তৃণমূলের দেবাংশু ভট্টাচার্য (Debangshu Bhattacharya)। দলের (Trinamool Congress) বিরুদ্ধেই বিক্ষোভক মন্তব্য করে বসলেন

তমলুকের তৃণমূল প্রাণী।শুভেন্দু গুড তমলুকে শাসকদলের প্রাণী দেবাংশু ভট্টাচার্যকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রাণী অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় (Abhijit Gangopadhyay)। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে বিচারপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে জনতার দরবারে হাজির হয়েছিলেন অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্গ বিজেপি ভালো ফল না করলেও তমলুকে (Tamluk) গঙ্গোয় শিরিকে জয় এনে দিয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি।তৃণমূলের ‘ছোঁকরা দেবাংশু’কে হারিয়ে তমলুক

আপাতত কলকাতায় বসেই দিল্লির দরবারের নিমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ আপাতত, এখনও পর্যন্ত, শুধু ফোনেই। তাতেই নিয়ন্ত্রিত দিল্লি দরবারের হাল-হকিকত।ফোন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে। কখনও বাড়ি থেকে, কখনও নবান্নো। ফোনের ওপাশে কখনও দিল্লি থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কখনও অন্যান্য দলের নেত্রীবৃন্দ। রাজধানী রাজনীতির গুঁা-পড়ার মুহূর্তে যার ভূমিকা, মতামত এবং পরামর্শ কুশীলবদের জরুরি প্রয়োজন, তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার থেকে শুরু, বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্তও সমান সাক্ষি।সর্বশেষ রিপোর্টিং শরিকদের টেনেটুনে দাবির চাপ হজম করে জোড়াতালির সরকার হয়তো গড়ে দিল্লিছেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি (Narendra Modi), কিন্তু সেই সরকার হতে চলছে নড়বড়ে। এবং



(Kalpana Soren) কোনও দরকার হলেই ফোনে যোান দিদিকে। এই অভিনেত্রী বড় দলের সিনিয়র মোস্ট নেতানেত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য সব শক্তির নেতারা কখনও সরকারি পদক্ষেপের পরামর্শে, কখনও রাজনৈতিক সমীকরণের জন্য মমতার কথার উপর নির্ভর করেন। সিনিয়রদের সঙ্গে দীর্ঘ রাজনীতি করেছে নেত্রী। আবার জুনিয়র দেখেছেন বেড়ে উঠতে। এমনকী, রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত লড়াই থাকলেও উল্টো-বর্তির দ্বায়েই বলুক না কেন, চারশো পার করবে না। আগে ওরা দুশো পার করে দেখাক। তারপর দফারফা। বিজেপি দ্বাধা খেতে চলছে। মোদির গ্যাংরাটি মানুষ বিশ্বাস করছে না।’ এখন ভোটের পর সেটাই মিছে দেখে নেত্রীর আফসোস, কংগ্রেস যদি তাঁর পরামর্শ মেনে অনেক আগে থেকে আসন সমঝোতা করত, বা পরিকল্পিতভাবে রাজ্যে রাজ্যে (INDIA) জোটের যৌথ কর্মসূচি নিত, তাহলে হয়তো এনডিএকে আরও পেছনে ফেলে সরাসরি সরকার গঠন করতে পারত। ‘যাই হোক, এখন যা পরিস্থিতি তার উপর দাঁড়িয়েই পরবর্তী অঙ্গ কয়ছেন নেত্রী। সূত্রের খবর, ত্রিমুখী লক্ষ্য। এক, সামগ্রিক ‘ এককটা রেষে এনডিএর উপর চাপ চোঁটাই। দুই, ‘ মধ্যে অকংগ্রেসি দলগুলির সমন্বয় বাড়ানো। তিন, আপাতত

লোকসভা কেন্দ্র থেকে ৭৭ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রাণী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এই আবেছে হেরে যাওয়ার পর এবার মুখ খুললেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। তৃণমূল নেতা, বললেন, আমার অভিজ্ঞতা ভাল হিসেবে। অনেকে আত্মবীর্বাদ করছেন। কিন্তু আমি ভোটটি লড়তে গিয়ে একটা জিনিস দেখলাম, ওই জেলায় আমার দলের অনেকেই দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছেন।দেবাংশুর কথায়, ভোটে প্রভাব তেতা পড়বেই। এটা তো নিশ্চিত ছিল। যারা দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছে তাদের আমি চিহ্নিত

করতে পেরেছি। ইতিমধ্যেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে গোটা বিষয়টি জানিয়েছি। ক্ষুব্ধ দেবাংশু বলেন, এভাবে চলতে পারেন না। দুই নৌকায় পা দিয়ে চলব আমার দলের বিভিন্ন পদ সমালব্য সেটা হয় না। ভোটে লড়তে গিয়ে আমাদের এরম বহু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দলটি বিঘটি নিয়ে ইতস্তম্বেই রয়েছে। মন্ত্রণ শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে নাশিগ জানিয়েছেন বলেও জানান। তবে নিজের পরাজয়ের ময়নাতত্ত্ব করতে গিয়ে দলের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতা বিজেপারক অভিযোগ তুললেন সেই নিয়েই তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য-রাজনীতিতে।

এনডিএতে থাকলেও উইকেট পড়তে পারে এমন কিছু শক্তির সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক যোগসূত্র রাখা। দিল্লির বহু উত্থানপতনের সাক্ষী মমতা। নিজেও বহুবার রাজধানীতে ছিলেন মোক্ষম সময়ে। এবারও হয়তো ক’দিন পরে যাবেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ফোনে ফোনে চলছে তাঁর জে।ট -র স।য়।ন।ম ত। বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোন এক এমন ফোন, যাতে জাতীয় রাজনীতির সবদিকের সব ইনপুট এসে ঢুকছে। ‘ কীভাবে সরকার গড়ার আগে থেকেই চাপ দিচ্ছে এনডিএকে, কিংবা এনডিএর ভিতরে কী শরিকি দরাদরি চলছে, সে খবর যেমন আসছে, তেমনই রাজধানীর অলিঙ্গের শীর্ষমূল থেকে এই খবরও আসছে, বিজেপির অঙ্গরমহলেও ভায়কর চোরাম্রোত। নরেন্দ্র মোদি, বিশেষত অমিত শাহর বিরোধীরা দলের মধ্যে থেকেই কীভাবে চোরাবালি ছড়াচ্ছেন, এর সূঁচিটাটিও প্রোতের মধ্যে চলে আসছে নেত্রীর কাছে। ভাগ্য ভালো তিনি সাংবাদিকতা করেন না। এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোনে যা আছে, তা যদি তিনি তাঁর কাগজে লিখে বসতেন, তাহলে অন্য কোনও চ্যানেল বা কাগজ পাল্লা দিতে পারত না। দারুণ মুড়ে আছেন নেত্রী। এখানকার অন্য সব কাজকর্ম করছেন। আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষিয় থাকছেন ফোনটিতে। কলীয়াটারে টালির চালের ঘর আর নিম্মুখিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা এক তরুণী আজ নানা পাহাড় ভাঙার গান গাওয়ার পর আজ সেই উচ্চতায় নিজেছে তুলে নিয়ে গিয়েছেন, তাঁর সৃষ্টি করা দলকে তুলে এনেছেন, যেখানে দিল্লি দরবারের সরকার গ ড়ার ভাঙ।গ ড়ার প্রক্রিয়া। তি নি নিমন্ত্রণ করছেন এখানে কলকাতায় বসে, ক্রেক ফোনে ফোনে।

দেশের ভালোর জন্য স্থিতিশীল সরকার ভীষণ দরকারঃকুমারস্বামী



নয়াদিল্লি, ৭ জুনঃদেশের ভালোর জন্য এক স্থিতিশীল সরকার ভীষণ দরকার। এই অভিমত পোষণ করলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিএস নেতা এইচ ডি কুমারস্বামী। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, কোনও দাবি নেই। নরেন্দ্র মোদীকে কাজ করার জন্য সবাই মুক্ত হাত দিয়েছে। এটি স্থিতিশীল সরকার দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।এনডিএ বৈঠকে যোগ দিতে শুক্রবার সকালে দিল্লিতে আসেন কুমারস্বামী। তিনি আরও বলেছেন, আমরা সবাই তাঁর (প্রধানমন্ত্রী মোদী) সঙ্গে আছি, আমরা শুধুমাত্র এনডিএ-র সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি। শুধুমাত্র আমিই নই, উন্নয়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছ থেকে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে সমগ্র দেশের, বেশ কিছু সমস্যার সমাধান করতে হবে...কোনও দাবি নেই। দেশের জন্য স্থিতিশীল সরকার দরকার, সে জন্য আমরা তাঁর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি। এনডিএ-র শরিকরা বিভিন্ন রকম দাবি করছেন বলে শোনা যাচ্ছে, এ প্রসঙ্গে কুমারস্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, অবশেষে, সবাই একমত হবে।

মিনাখাঁয় সুকান্তর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ!

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে মিনাখাঁয় যাওয়ার পথে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মিনাখাঁ থানার বামনপুকুরে কলকাতা-বাসন্তী হাইওয়ের উপর সুকান্তর গাড়ি ঘিরে গোব্যাক স্লোগান তোলেন এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। ওঠে জয় বাংলা স্লোগানও।পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর তপরতায় বিক্ষোভ সরিয়ে আক্রান্তদের বাড়িতে পৌঁছান বালুঘাটের সাংসদ সুকান্ত। বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের নিরাপত্তার দাবিতে পরে বসিরহাটের পুলিশ সুপারের অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন সুকান্ত। বৃহস্পতিবার দুপুরে মিনাখাঁ ও সন্দদশখালিতে ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে রওনা হন সুকান্ত।কিন্তু মিনাখাঁর বামনপুকুরে সুকান্তর গাড়ি পৌঁছেতেই ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এলাকার শতাধিক তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। পুলিশ ও সুকান্তর সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর তপরতায় বিজেপি নেতা-কর্মীরা কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকে এলাকা থেকে বের করে নিয়ে যায়। সেখান থেকে সুকান্ত পৌঁছে নানা মিনাখাঁর বামনপুকুরের বিকিরা গ্রামে। বিজেপির অভিযোগ, ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই মিনাখাঁর দক্ষিণ বামনপুকুর, কুশারজোল, বিকরার বিজেপি কর্মীরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।দোকান খুলতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, মাড়ের খুনের হুমকি দিচ্ছে। এ দিন সুকান্ত সেই সব কর্মীদের বাািটে যাওয়ার সঙ্গে দলবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৬ পদসূত্রঃ১০৮১৭১৩ (২৪) ১ পদশনিঃ১২৫৪৩০ (২৬) ১ পদশনিঃ১২২৭১৫৩ (৬) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

একজন সাংসদকে আক্রমণ করা উচিত নয়, কৃষকদেরও সম্মান প্রাপ্য:সঞ্জয় রাউত

মুহুই, ৭ জুন :বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউতকে থাঙ্গ। মারার নিন্দা করলেন উদ্ধব চাঁরের ঘনিষ্ঠ শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতা। তিনি বলেনে, কঙ্গনার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। তিনি এখন সাংসদ। একজন সাংসদকে আক্রমণ করা উচিত নয়, কৃষকদেরও সম্মান করা উচিত।বলিউড অভিনেত্রী তথা বিজেপি নেত্রী কঙ্গনা রানাউতকে থাঙ্গড করে শান্তির মুখে চণ্ডীগড় বিমানবন্দরের মহিলা নিরাপত্তাবাহকী কুলবিদ্যা কউরা। তাকে সাংসদেপ্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু ভয় পাচ্ছেন না কুলবিদ্যা। বরং নিজেই জানিয়েছেন, কেন কঙ্গনাকে থাঙ্গড মেরেছিলেন তিনি। চণ্ডীগড় থেকে দিল্লিতে যাচ্ছিলেন কঙ্গনা। সেখানে নিরাপত্তা তল্লাশির সময়ে ওই ইসআইএসএফ কর্মীর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। অভিযোগ, কঙ্গনা নিজের মোবাইল তল্লাশির জন্য নির্দিষ্ট টু-তে রাখতে চাননি। এর পরই মহিলা নিরাপত্তারক্ষী এসে কঙ্গনাকে সপাটে থাঙ্গড মারেন বলে অভিযোগ।

দিল্লিতে পর্যাণ্ড জল দিচ্ছে না হরিয়ানা, অভিযোগ অতিশীর

নয়াদিল্লি, ৭ জুন : দিল্লিতে পর্যাণ্ড জল দিচ্ছে না হরিয়ানা, এমনটাই অভিযোগ করলেন দিল্লির জলমন্ত্রী অতিশী। শুক্রবার তিনি বলেন, হিমাচল প্রদেশ থেকে আসা জলের প্রবাহ কমিয়ে দিচ্ছে হরিয়ানা, ফলে দিল্লিতে পর্যাণ্ড পরিমাণ জল আসছে না।উল্লেখ্য, ত্রিত তাপপ্রবাহ, সকলে জলকষ্ট, এখন এমনই নাজেহাল পরিস্থিতি রাজধানীরা। বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই জলসঙ্কটে ভুগছে দিল্লি। এই জলকষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পাশি চিনে রাজ্য হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের থেকে জল চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল দিল্লি সরকার। হিমাচল প্রদেশকে প্রতিদিন ১৩৭ কিউসেক জল দেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। জল নিয়ে কোনও রাজনীতি নয়, সাফ জানায় আদালত। হরিয়ানার ক্যানাল এলাকা দিয়ে যাতে এই জল ঠিকমতো দিল্লিতে পৌঁছায় তার নিশ্চিত করতে হবে হরিয়ানা সরকারকে, এও নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

স্বস্তি পেলেন রাহুল, মানহানির মামলায় বেঙ্গলুরুর আদালতে জামিন মঞ্জুর

বেঙ্গলুরু, ৭ জুন : মানহানির মামলায় বেঙ্গলুরুর বিশেষ আদালত স্বস্তি দিল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে। বিজেপির দায়ের করা মানহানির মামলায় শুক্রবার বেঙ্গলুরুর বিশেষ আদালত রাহুল গান্ধীকে জামিন প্রদান করেছে। বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বিজ্ঞাপনের অভিযোগ থেকে এই মামলার সূত্রপাত।ডি কে সুরেশের সিকিউরিটিতে জামিন পেয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ৩০ জুলাই। মানহানি মামলায় বেঙ্গলুরুর বিশেষ আদালতে হাজিরা দিতে শুক্রবার সকালেই বেঙ্গলুরুতে এসে পৌঁছান রাহুল গান্ধী। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার। বিজেপি কর্ণাটক ইউনিটের দায়ের করা মানহানির মামলায় আদালতের সমনের প্রেক্ষিতে এদিন আদালতে হাজিরা দেন রাহুল গান্ধী।

কার্তিক আরিয়ানের সাথে দেখা করানোর নামে ৮২ লক্ষ টাকা প্রতারণা

মুহুই, ৭ জুন : অভিনেতা কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে দেখা করার নামে এক মহিলাকে ৮২ লক্ষ টাক প্রতারণা ঘটা প্রকল্পে এসেছে। নির্মীতিত মহিলা এক যুবকের নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন।পুলিশের কাছে দেওয়া অভিযোগ প্রতারণা নিয়ে প্রকল্প শর্মা জানিয়েছেন, তিনি অভিনেতা কার্তিক আরিয়ানকে নিয়ে ‘লাভ ইন লন্ডন’ নামে একটি ছবি করতে চেয়েছিলেন। এদিকে কার্তিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এপ্রুঠ যোগাযোগ করেন কৃষ্ণ কুমার রাম বিলাস নামের ব্যক্তি। সঙ্গে।

দুরন্ত বার্তা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৮জুন মার্চ ১শনি বার, ২৫ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজী: ২৫ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৬৩ চৈতঃনন্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৫ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাধ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৫ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী ঋণর্নাপ জ়ার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ৪৪ঃ ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৪২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮৫২৮৫০১ দং ৬৩৬৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮৫০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পূনর্বসুরণঃরবিজ রাত্রিঃ০৮৫২৮ঃ ০১ দং ৬৩৬৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিহ্লিঃদংঃঅতিথিও অমৃতযোজনি ০৫ঃ৪৪ঃ০১ য়েফে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৫ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫৪ঃ০২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৫ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৬ঃ৫৬ঃ০২ থেকে - ০৬ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত, মহেন্দ্রযোগে রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৬ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ০১ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৮ঃ৪৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ যিনে ০৮ঃ৪৩ঃ১২ঃ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ৪৪ঃ২২ থেকে - ১১ঃ৪৬ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৫৫ঃ১২ থেকে -১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহযুট্টি (সূর্য উদয় কালীনঃ) রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদশুক্রঃ১২১৫২২০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ১২৭৫৩৫৯ (২৬) ২ পদবুধঃ১০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৬ পদসূত্রঃ১০৮১৭১৩ (২৪) ১ পদশনিঃ১২৫৪৩০ (২৬) ১ পদশনিঃ১২২৭১৫৩ (৬) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারেন নাও বলাে পারে।। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০ডিগ্রী সেল্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আর্পেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৫শতাংশ। এবং ৫৪শতাংশ। গুটি হয়েছে শুক্রবঃ২৪বার। জ্যোয়র-সকাল ৯টা ৪৯ মিনিট এবং রাতঃ৯টা ৪৪মিনিট ২৫.৩৭-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাতঃ-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আঙ্গঃ ৫ টা ০১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ৬ টি ১৫ মিনিটে।

রাশিফল
মেঘরাশিঃএকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীয়মূলক এবং যাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে। সঙ্গারে শান্তি। বৃষভ রাশিঃঅভিযুক্ত দৃষ্টিশ্রুতা এবং চাপ আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে। আপনার উচিত মানসিক স্বচ্ছতা রক্ষার জন্য বিশ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলা। অর্থ ব্যয়। মিথুন রাশিঃআপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। মন হল জীবনের প্রবেশদ্বার কারণ ভালোমন্দ যাই হোক না কেন মনের মাধ্যমেই আসে। মানসিক শান্তি। কর্কট রাশিঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জন্মায়েতে উপস্থিত থাকুন। সিংহ রাশিঃংএকটি শুধির দিনে মানসিক উত্তেজনা এবং চাপ এড়িয়ে চলুন। পারে।। কন্যা রাশিঃআপনার কাজ করে সবার ভাল অন্যকে চাপ দেবেন না এবং ব্যাঘ্যও করবেন না। সঙ্গারে শান্তি হতে পারে।। তুলা রাশিঃসংজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আজ সেই সমস্ত আত্মীয়দের যারা আপনার আগের পয়সাফল ক্ষেতত দেয়নি তাদের ঞ্জল দেওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে চলুন। শুভ দিন। বৃশ্চিক রাশিঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ্যসংসারে শান্তি হবেই। ধনু রাশিঃআপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। আপনার বাসস্থান সঞ্ক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না। মকর রাশিঃআজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। অর্থ ব্যয়। কুম্ভ রাশিঃঅভ্যুক্ত দৃষ্টিশ্রুতা এবং চাপ আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে। মীন রাশিঃঅসীম জীবনের সমৃদ্ধশালী জীকজন্ম উপভোগ করে আপনার জীবনকে আরো মহিমান্বিত করে তুলুন। দৃষ্টিস্তার অনুপস্থিতি এই দিশায় প্রথম পক্ষেণ। করবে। সমসার ব্যবহার আপনার ইচ্ছা পূরণে করতে পারেন।আপনি কোনো বই সম্বল করছেন তা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে



দুস্ত হওয়া, কর্কাভা, ৭ জুন ১৯৫৩ সালে বিশ্বাঙ্ক লোকসভা নির্বাচনের পরে বিশ্বাঙ্ক শূন্য হওয়া রাজস্বের দায়িত্ব বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন করায়ের জন্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দেওয়া হয়েছে। কমিশনের তরফে মুখবন্দা পুর পঞ্চায়েতের দিফ্ফান্স জালিয়ে সুপ্রীম কোর্টে একটি প্রবরাধ জমা দেওয়া হয়েছে যেখানে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এহিবারে লোকসভা নির্বাচনে বেশ কিছু বিদায়ক তার ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিয়ে প্রার্থী হওয়ায় দক্ষিণবঙ্গের বদাগ, রানাঘাট, মেদিনীপুর, নৈহাটি, হাডোয়া, তালডাঙ্গা হাডাও ও উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ, মাদারিহাট ও সিংহি আসনটি শূন্য হয়।



চারটি দূরপাল্লার ট্রেন শিয়ালদহের
 পরিবর্তে ছাড়বে কলকাতা স্টেশন
 থেকে। দমদম থেকে অতিরিক্ত বাস
 পরিষেবা দিতে রাজ্য সরকারের
 কাছে আবেদন জানিয়েছে পূর্ব
 রেল।

নগর বাত, চন্দ্রপাড়া, ৭ জুলাই শুক্রবার সকালে হাউসর শ্যামপুর থানা পুলিশের চন্দ্রপাড়া দাখোদারের নদীরা খবর এক যুবকের মৃত্যু হেউ উদ্ধারের দিনটায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। শুক্রবার সকালে এলাকার বাসিন্দারা নদীদেগির ঘাটে গিয়ে দেখতে পায় ওই যুবকের দেহ নদীতে ভাসছে। এপর নদীদেগির ঘাটে বসে ছিল শ্যামপুর থানার পুলিশ এসে হেউ উদ্ধার করে ময়না দফতরে জন্য উল্বেড়িয়ায় শরাদ্দ চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে খবর ওই যুবকের নাম পরিচয় জনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

দুশত বাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৭
জুন ৫ বিজেপির পাঁচটি অফিস ভাঙুর
করে তাকে আশুতোসা দেওয়ার
অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতাদের
দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনটি ঘটেছে
রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ২৬
নম্বর ওয়ার্ডের জগদন্দের। এ
ওয়ার্ডের মোট ১২ টি বুথে নয়টি
বুথেই জয়লাভ করেছে বিজেপি।
ওয়ার্ডের সব কটি বুথ মিলিয়ে
একশেরও বেশি ভোটে এটি ওয়ার্ড
জেলেই এই হামলা বলে অভিযোগ
বিজেপির পক্ষ থেকে। ঘটনায়
ইতিমধ্যেই সোনারপুর থানায়
অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই
ঘটনায় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে
যোগাযোগ করা হলে অভিযোগ
অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে এই
বিষয় তারা কিছুই জানেন না।
অন্যদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে
থানা তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর
থানার পুলিশ। এখনও কাউকে
গ্রেপ্তার করা হয়নি।



এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে বাসন্তী
খানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে
পরিষ্কারি সামাল দেয়। আক্রান্ত
আসিঁছুর লক্ষ্য ও তাঁর পরিবারের
সদস্যদের অভিযোগ, তাঁরা
হায়দার নাইয়ার সঙ্গে দল করে
বলে দীর্ঘদিন ধরেই তাদের উপর
রাগ অপর গোষ্ঠীর। এমনকি গ্রামে
সাধারণেরে চলাচলের জন্য
কাঞ্চিটের রাস্তা তৈরি হলেও, সেই
রাস্তাতে আসিঁছুরদেরে চলাচল

বারণ ছিল। বাধ্য হয়েই মাটির রাস্তায় চলাচল করতেন তারা। এ বিষয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে অভিযোগও জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বৃষ্ণপতিবার সন্ধ্যায় বৃষ্টি হওয়ায় মাটির রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এমনতাবস্থায় নিজের টোটে নিয়ে কংক্রিটের রাস্তার উপর দিয়ে যান অসিদ্ধুর। আর সেই কারণেই রাতের তাদের বাড়িতে চড়াও হয়ে গফর

মোল্লার অনুগামী রমজান পিয়াদা,
ছদ্মত পিয়াদা, ইব্রাহিম মোল্লা,
উসমান মোল্লার মাধবর করে
তাদের। এই বিষয়ে বাসন্তী থানায়া
অভিযোগ দায়ের হয়েছে।
আহতদের উদ্ধার করে ক্যানিং
মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা
হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে
ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
যদিও গফর মোল্লা এই অভিযোগ
অস্বীকার করেছেন।

নূতন বার্তা, কলকাতা, ৭ খুন :
নিজের সংস্থার কর্মীকে ভরসা
করেই তুল করেছিলেন মালিক।
ব্যাক্সে জমা দেওয়ার জন্য মোটা
অঙ্কের টাকা দিয়েছিলেন তাকে।
৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা নিয়ে
উধাও হয়ে দিয়েছিল কর্মীটি। যাতে
মালিকের কাছে ধরা না পড়ে তার
জানা নিজে মোবাইলও বন্ধ করে
রেখেছিলেন। পুরো টাকাটাই
আত্মসাৎ করা কিন্তু তা হল না।
কর্মী সন্ধান না পেয়ে সোজা থানায়
অভিযোগ করতেই পুলিশের জালে
ধরা পড়লেন এই কর্মী।
জোড়াবাগান থানার পুলিশ
অভিযুক্ত মেঘনাথ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার
করেছে। তার কাছ থেকে উদ্ধার
হয়েছে ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা।
বাকি টাকার খোঁজ চলছে।
অভিযুক্তদের আজ তোলা হবে
আদালতে। জোড়াবাগান থানা
এলাকার স্ট্যান্ড রোডের বাসিন্দা
পঙ্কজ মিত্তল থানায় অভিযোগ
করেন, গত ৬ জুন তিনি তার
সংস্থার কর্মী মেঘনাথ মণ্ডলের হাতে
৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা দেন ব্যাক্সে
জমা দেওয়ার জন্য। কিন্তু পরে তিনি
জানতে পারেন, ওই টাকা তার ব্যাক্সে
লক্ষ পড়েনি। মেঘনাথের সঙ্গে
যোগাযোগ করতে গেলে পঙ্কজবাবু
তার মোবাইল সুইচও বন্ধ দেখেন।
তাই ঘেরে না করে সোজা পুলিশের
কাছে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন।
তার পরেই পুলিশের তৎপরতায় ধরা
পড়ে সেই ব্যক্তি।
অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমে
পুলিশ জানতে পারে, হাওড়া
রাষ্ট্রপুত্র থানা এলাকায় নিজে
বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন বহু
বিরায়াল্লের মেঘনাথ। তার ভিডিও
বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দেখে
পুলিশ মেঘনাথ মণ্ডলকে হাভেনে
প্রাপ্ত করে। বাড়ি তল্লাশি করে
লক্ষ ২৬ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছিল।
বাকি টাকার খোঁজে তল্লাশি চলছে।
মেঘনাথকে তোলা হয় আদালতে।
তাকে হেফাজতে নিয়ে প্রতারণা
তদন্ত করতে শুরু পুলিশ।

শুরু বার্তা, কলকাতা, ৩ জুন। নতুন ক্রিকেট মরসুম শুরু হয়ে গেছে, এবং এটি আপনাদের উদ্দেশ্য ও আভিজাত্যের প্রকাশের জন্য সেরা সময়! আপনার প্রিয় দলকে সমর্থন করার সময় আপনার গেম-ডে লুককে আপগ্রেড করুন মেন অফ প্লাটিনামের সাম্প্রতিক কালেকশনের স্টেটমেন্ট পিস দিয়ে। পৃথিবীর অন্যতম মূল্যবান এবং বিরল ধাতু প্লাটিনাম শুধুমাত্র নির্বাচিত কিছু স্থানে পাওয়া যায়, যা এটিকে একটি সত্যিকারের বিশেষ পছন্দ করে তোলে। এর মসৃণতা ও স্বায়ীত্ব উচ্চ-শক্তির স্টাইলের জন্য এটিকে উপযুক্ত করে তোলে। আপনি স্টেডিয়ামে টায়ার করছেন, বন্ধুদের সাথে একত্রিত হয়ে খেলা দেখছেন, বা কাছাকাছি স্পোর্টস বারে ম্যাচ উপভোগ্য করছেন, প্লাটিনামের গয়না আপনার পোশাকে আভিজাত্য ও সৌন্দর্য যোগ করতে পারে। মসৃণ হেইন এবং সাহসী ব্রেসলেট যেকোনো শুরু করে স্টেটমেন্ট রিং পর্যন্ত, প্লাটিনামের গয়না আপনার লুক কে আধুনিক আভিজাত্য এবং মার্জিত স্টাইল দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলে। মেন অফ প্লাটিনামের সাম্প্রতিক কালেকশন নেকওয়ার, রিস্টওয়ার এবং রিং এর বিভিন্ন ধরনের পরিশীলিত রংয়ের যা পুরুষের গয়নায় বিশ্বব্যাপী প্রণয়ন থেকে অনুপ্রেরণা নেয়। ৯৫ খাটী প্লাটিনাম থেকে তৈরি প্রতিটি ডিজাইন বিভিন্ন দেশের সাথে মানানসই এবং বিভিন্নভাবে স্টাইল করা যায়। প্লাটিনামের স্বতন্ত্র গুণাবলীর প্রতি সত্য, এই কালেকশনকে পরিষ্কার, গ্রাহসী লাইন এবং স্বতন্ত্র প্রতীক, কঠিন আকৃতি এবং বায়ুগুণীয় উপাদানগুলির পাশাপাশি জটিল বিবরণ, খোদাই এবং অলঙ্করণ রয়েছে। প্লাটিনামের প্রাকৃতিক সাদা রঙ যে কোনও পোশাকের সাথে মানানসই এবং

দেখুন বাত, কলকাতা, ৭ জুন। লোকসভা নির্বাচনে কেউ দলের কর্মী। এত দুর্লব নয় যে কথায় কথায় ভাইজানকে গড়ে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে জিতেছেন তৃণমূল কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক অধীশেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭ লক্ষ ১০ হাজার ভোটে তিনি হারিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসকে। ওই কেন্দ্র থেকে ভোটের ভাঁড়ানোর যোগ্য করে ও শেষ পর্যন্ত সরে আসেন এর ঘোষায়মান নওসাদ সিদ্দিকি। ভোট মৌচোর পর প্রথমবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভাঙতে গিয়ে এ্যালাপার মুখ খুললেন তিনি। বললেন, দল ভাঙমুখ হারবার থেকে লড়াই করার অনুমতি দিলে অভিজেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতো পারতাম। গত ১ জুন ভোটিংগ্রহ ছিল যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভাঙত বিধানসভা কেন্দ্রে, যে কেন্দ্রেই বিধায়ক নওসাদ। ওই একই দিনে ভোটিংগ্রহ হয় ডায়মন্ড হারবারে। ভোটেপ্রশ্নের দিন ভাঙতের ধারেক কাছে দেখা যায়নি নওসাদকে। সুফলব শুরিবে ISF-এর সদর দফতরে ছিলেন তিনি। ওই দিন ভোটে জয়নিজেছেন, আমি ভাঙতের ভোটার নই। ভাঙতে গেলে প্রশাসন আমাকে আকিঁতে পারত। তাই দলের সরদর দফতরে বসে ভোটের ওপর নজর রেখেছি। তাছাড়া আমার

দুর্ভাগ্যবর্তা, জয়নগর, ৭ জুন ৯ জয়নগরে বজাপাত মতুা হলো এক গৃহধ্বংসা। বৃষ্ণপতিবার রাতে জয়নগর এলাকায় সারাদিনের তীব্র তাপমন্ডের পরে এদিন রাতে বজাপাত সহ বৃষ্টি শুরু হয়। আর এই সময় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ফাকা মাঠে পাশে বজাপাত মতুা ঘন্টো এক গৃহধ্বংসা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর পঞ্চায়তের ফতপুর থা পাার ঊটপ আলি বেগাইতি রোজনা বেগ (৫৫) বাড়ি থেকে গবাদি পশু জেপা বাড়ির কাছেই মাঠে থেকে খড আনতে গেল বজাপাত মতুা ঘন্টো জেপানার। স্থানীয় রোজনার বেগ উদ্ধার করে জয়নগর পঞ্চায়তের সতাজিত নার্সিং হোমে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের বাড়িতে স্বামী, প্যাঁ মেয়ে ও একটি মেয়ে আছাআর এও ঘটনায় এলাকায় শোকে ভরা। পাঁচ মেয়ে এসেছে। পুলিশ হতেই উদ্ধার করে শুক্রবার বেলায় মমানাতদন্তের জন্য গাটিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে।

মুর্তি বাতা, কলকাতা, ৭ জুন : মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু গরম কমছে না। ভাড়াপা গরমে রীতিমতো কাফির কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। উত্তরবঙ্গে বর্ষা ঢুকছে, বৃষ্টিও হচ্ছে। কিন্তু, বর্ষা এখনও এসে পৌঁছয়নি। দক্ষিণবঙ্গে গরম থেকে রেহাই পেতে তাই এখন বর্ষার জন্য আকুল সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ। সকাল হতে না হতেই রোদের দাপট শুরু হয়ে যাচ্ছে, ঘর্মাক্ত গরমে নান্দানাদব্দ মানুষজনের অবস্থা। শুষ্কবারের কলকাতার সর্বাঙ্গ তপ্ত।
ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্ববাসী অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকতে আরও ২ থেকে ৩ দিন দেরি হতে পারে। তাপের দাপট থেকে রেহাই মিললেও, গুমোটি গরমের অবশিষ্ট অব্যাহত থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্ববাসী, সপ্তম শেয়ে গরম আরও বাড়বে। গরম ও চরম স্বস্তিকর অবহাওয়া থাকবে ব্যাপ্তগ্রাম, পুর্কলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান ও বীরভূম। তাতে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

দুস্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুন : শুক্রবার ভিহের চাশে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবক। শিয়ালপুরে প্রাথমিক বদল খাওয়ার কারণে যে প্রবল দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন যাত্রীরা, তার মধ্যেই এই মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে যাত্রীদের মধ্যে। এদিন সকালে শিয়ালপুর স্টেশন শাখায় টিটিগাড় ও খুদদ স্টেশনের মাঝে ভিহের চাশে ট্রেন থেকে পড়ে যান হাম্মদ আলি হাম্মদ আনসারীর নামে এক যুবক। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গেষ্টের কাছে মুক্ত অস্থায়ী ছিলেন ওই যুবক। আই লালপুরে ট্রেনটি যখন স্টেশনের দুলে, তখনই পড়ে যান তিনি। ২২ বছরের ওই যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল সেখানেই তার মৃত্যু হয়। জানা গেছে, মৃত যুবক টিটিগাড় ১০ নম্বর এজেন্টের পূর্বনির্ধারিত একাধার বাসিন্দা। উল্লেখ্য, শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত শিয়ালপুর স্টেশনের এই ট্রাফিকের বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে রেলের তরফে। শিয়ালপুরে বোলো কিছু ট্রেন চাশে দমান্ন মেসো। এছাড়া প্রায় ১০০-র কাছাকাছি লোকাল ট্রেন বাতিল হয়েছে। ফলে যেসব ট্রেন চাশে, সেগুলিতে প্রবল ভিটা। আর সেই ভিহের চাশেই এই ঘটনা ঘটতে বলে



আদর্শ প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড়ায় যে যুগো। রাজনীতির নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে স্বার্থ,কুসংস্কার থেকে রাজনীতিকে তরঙ্গায় যখন ভরে যাচ্ছে রাজনীতির মদান, সেই সময়কালে দাঁড়িয়েও নিজের দলের প্রতি কিছু মানুষের আস্থা, ভালোবাসা দৃষ্টি হতে থাকে। তেমনই এক কংগ্রেস সমর্থক হিন্দলগঞ্জে ফজর আলি। হিন্দীরা গান্ধী সময়ের এই কংগ্রেস সমর্থক আশা করেন রাহুল গান্ধীই দেশের আগামী প্রধানমন্ত্রী হন। উত্তর ২৪ পরানার বসিরাহাটের হিন্দলগঞ্জে বাকড়া গ্রামের বাসিন্দা ফজর আলী গান্ধী আর্থিক ভাবেও খুব একটা স্বচ্ছন্দ নন। স্বন্দ্রল বলতে একটা ভান্ডা ঘর। শাসক দল তাহা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা কন্নী সমর্থকরা বারংবার তাকে কংগ্রেস সাহায্য করে তা এগিয়ে আসলেও সাহায্য নেন না তিনি। তিনি চান তার দল অর্থিক কংগ্রেস ক্ষমতায় আসুক, আর দলের কাভারী হিসাবে রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়ে তা সাহায্য করলে তবেই তিনি নেন। আর্থিক শস্য রাহুল গান্ধীর ছবি স্পষ্ট নিয়ে ঘুরে বেড়ান এই বয়োবৃদ্ধ। রাহুল গান্ধী এবার হিন্দলগঞ্জে আসুক ও তার সাহায্য। সান্দ্রা হোক চান, ফজর আলী। প্রায়ইই আবাস যোজনার ঘর না পাওয়ার অভিযোগে ওঠে, কিন্তু আবাসের সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হলে, শাসক দলের অস্বীয়োগ্যতা আশ্রাস পেয়েও আবাস যোজনার ঘর নিতে প্রত্যাশন না করে তাও শুধু নিজেদের দলের সুদিনের আশায়, এরকম দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল। ফজর আলির মতো এই মানুষগুলো যে কোন রাজনৈতিক দলের অহঙ্কার।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বাতাঁ

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৮৭ সংখ্যা, শনিবার, ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

বিপদে মাথা ঠাণ্ডা মোদির!

বিজেপি দল এবারে দিশাহারা। সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাদের ওপরে চাপ দিতে শুরু করে দিয়েছে শরিকদলগুলি। গত দুই বছর বিজেপি একচ্ছত্র অভ্যিনাস শুরু করে দিয়েছিল। তখন শরিক দলের নেতারা কোনও কথা বলতে পারেনি। এবারে ম্যাজিক সংযোগরিষ্ঠতা না পাওয়ার ফলে বিজেপি দলের ওপরে বাড়তি চাপ আসতে শুরু করেছে। বিজেপি বিরোধী জোট ইণ্ডিয়া এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে লেছে যে তারা সরকার গঠন করবে না। সরকার গঠন করুক এনডিএ। সংসদে বিরোধী জোট হয়ে ইণ্ডিয়া বিরোধী দলের আসনে বসবে। তবে এবারে লোকসভার কোনও বিল সহজে পাশ করে নিয়ে সম্ভব হবে না। যদি ভোটভুটি হয় তাহলে সেই বিল আটকে যেতে পারে। বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা কর্নেই এবারে সংসদে যে কোনও বিল পাশ করতে হবে এবং আইন তৈরি করতে হবে। এতকাল ধরে সংসদে কোনও আলোচনা না কর্নেই বিল পাশ করিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। উদাহরণ হচ্ছে কৃষি বিল। এছাড়া আরও বিল রয়েছে যা সংসদে বিজেপি দল আলোচনা না কর্নেই পাশ করিয়ে নিয়েছে। তাতে সরকারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায়নি। গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা করতে গেলে সাংবাদিক সম্মেলন করতে হয় সেটা বোধ হয় প্রধানমন্ত্রী জানেন না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাধামূলকভাবে সাংবাদিক ঠেঁক করে থাকেন। দেশের লোককে জানাতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাধা থাকেন সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। যদি সরকারের পদক্ষেপে ডুল হয় তাহলে সোভানকার জনগণ

প্রতিবাদ করে। এবারে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সাংবাদিক বৈঠক করতেই হবে। নাহলে বিরোধীরা সাংবাদিক বৈঠক করে সরকারের কৌশল ফাঁস করে দিতে পারে। বিজেপি সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিল রাহুল গান্ধিকে। রাহুলকে যুবরাজ বলে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। সেই যুবরাজ রাহুল এবারে বিরোধী দলের নেতা হচ্ছেন। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর ভরসা করতে পারছে না জোট ইণ্ডিয়ার শরিক দলগুলি। তারা তৃণমূলকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। বিরোধী দল নেতা যদি রাহুল হন তাহলে তৃণমূল জোট ইণ্ডিয়া থেকে দূরে সরে থাকবে বলে বিশ্বাস করতে হচ্ছে। এতে বিজেপি দলের হাত শক্ত হবে। তৃণমূল কংগ্রেস এখন না জোট ইণ্ডিয়া বা এনডিএ দলকে সমর্থন করছে না। তারা এখন মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে। মধ্য পথ ধরে তারা সংসদে বসবে বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে কংগ্রেস এবং সিপিএমকে একেবারে ভারত রাজনীতির ময়দান থেকে সরিয়ে দাও যা বাংলায় দেখতে পাওয়া গেল। তৃণমূল এর সঙ্গে কংগ্রেসের জোট হল না তার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন অধীর চৌধুরী। অধীর চৌধুরীকে পরাস্ত করতে তৃণমূল কৌশল গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অধীর পরাস্ত হলেও এবারে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের মিল থাকছে না। সেই অতীত দ্বন্দ্ব টিকে থাকলে। এনডিএ সরকার গঠন করবে। তবে এনডিএ গোষ্ঠীর রাশ ধরে রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নীতীশ কুমার এবং চন্দ্রাবাবু নাইডুকে বিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব। আগামী দিনে সরকারকে রক্ষা করতে এদের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে তার পথ তৈরি করতে থাকবে বিজেপি দল। তবে একনাথ শিঙেকুে কেন্দ্রীয় সভায় আনা যায় কিনা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছে। মনে হচ্ছে বাংলা থেকে নয়া সাংসদ প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কে আহ্নন মন্ত্রী করার সম্ভাবনা প্রবলভাবে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে সামনে রেখে আগামী দিনে বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

ঠাকুরবাড়িতে বিধবা বিবাহ

প্রতিমা ঠাকুর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধু এবং রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী এই পরিচয়ের অন্তরালে তিনি বিশেষ গুণে গুণাগ্বিতা স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল এক ব্যাক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে লেখিকা ও কবি, চিত্রশিল্পী এবং নৃত্যবিশারদ। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন বিনয়িনী দেবীর কন্যা, পিতার নাম শেখেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়। জন্মসূত্রে তার ঠাকুর পরিবারে ছিল অব্যবহিত দ্বার। এহেন ছোট্ট প্রতিক্রমকে দেখে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মুগালিনী দেবী তাঁকে নিজের পুত্রবধু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মুগালিনীর অকালমৃত্যুতে তাঁর সে সাধ অপরূপ থেকে গিয়েছিল সেদিন। এরপর মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রতিমার বিয়ে হয় যায় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটবোন কুসুমিনীর ছোট নাতি নীলানাথের সাথে।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই গন্ধাবক্ষে সাতার কাটতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হন নীলানাথের। এই ঘটনার পাঁচ বছর পর যখন রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে দেশে ফিরে আসেন তখন রথীন্দ্রনাথ নিজে রথীন্দ্রনাথের সাথে প্রতিমার বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি সেদিন সেদিন সমাজ সংস্কারকে অগ্রাহ্য করেই এই বিয়ে দিয়েছিলেন এবং এই বিয়ে ছিল সেই সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রথম বিধবা বিবাহ। প্রতিমা বিয়ের পর রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্বামীরা সাথে বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের নানাবিধ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ চিত্রশিল্পীও ছিলেন এবং কিছুদিন ইতালীয় শিল্পক গিলহার্ভার কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলেন। আজও স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির নৃত্যনির্বেশনা ও পরিকল্পনায় তাঁর ভূমিকা। তাঁর বিয়ের কিছুদিন পরে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের প্রথম অভিনয় লক্ষ্মীর পরীক্ষাতে তিনি ক্ষীরির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এরপর নিজে অভিনয় না করলেও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের তিনিই ছিলেন প্রধান উৎসাহী। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রথমে চিত্রাঙ্গদা বা পরিশোধ নিয়ে নৃত্যনাট্য রচনার পরিকল্পনা করেন নি, কিন্তু প্রতিমা দেবী যখন নৃত্যনাট্যের খসড়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথসমীপে উপস্থাপন করেন তখন তিনি এই ইউনু শিল্পকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিমা দেবী প্রখ্যাত ভাবে কখনও নাচ শেখেননি এবং নিজেও নৃত্যশিল্পী ছিলেন না। তিনি বর্ষাক্ষরের কিছু নৃত্যে রূপ দেওয়ার পর রথীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন পূজারিনী কবিতার নৃত্যনাট্যরূপ লিখে দেওয়ার জন্য এবং রথীন্দ্রনাথ লিখেনন নটীর পূজা। প্রতিমা দেবী অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের মেয়েদের দিয়ে সেটি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে অভিনয় করালেন। এই নৃত্যনাট্যে শ্রীমতীর ভূমিকায় নৃত্যানিবেশ করেছিলেন নন্দলাল বসুর মেয়ে গৌরী। তিনি নৃত্যরূপ দিয়েছিলেন শাপমোচন নৃত্যনাট্যের। প্রায় চৌদ্দ বছরের পরিশ্রমে প্রতিমা স্থায়ী রূপ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ রচিত গীতিনাট্য চিত্রাঙ্গদার। নৃত্যরূপ দিয়েছিলেন চণ্ডালিকাতেও। মায়ার খেলা নটিকের নতুন রূপদান করেন তিনি। প্রতিমার তীক্ষ্ণ নজর ছিল নটিকের পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা এমনকি মঞ্চ-সজ্জা প্রভৃতির দিকেও । তিনি শান্তিনিকেতনের নৃত্যশৈলীতে মিশ্র তাল ও ভঙ্গির সম্মিলনে বৈচিত্র এনেছিলেন এবং তা রূপ দিয়েছিলেন সার্থক ভাবে সঙ্গীতের ভিত্তির উপর।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজ্ঞানী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে।

ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেবা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তার দেহের মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকে যা দিয়ে অনায়াসে সে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে।

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, মানব সেবায় ব্রতী হতে হবে। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা তথা জীব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত জীব সেবা কোনও সময়ে বদমাশ কষ্টের মধ্যে পড়বে না। জীব সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি জীব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। জীব সেবাই হচ্ছে ভগবান সাধনার একটি অন্যতম পথ। বাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করা উচিত। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলছি বললেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। মানুষের কাঙ্খই হচ্ছে জীব সেবা করা। স্বামীজিকে সবাইকে জীব সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

যুদ্ধ যেভাবে পরিবেশকে প্রাণঘাতী করে তুলেছে!

বিশেষ প্রতিনিধি

‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ পরিবেশ রক্ষার সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক দিবস। ১৯৭২ সালের স্টকহোম সম্মেলনের পর জাতিপুঞ্জের ইউনাইটেড নেশনস্‌ এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম-এর নেতৃত্বে ১৯৭৬ সাল থেকে এই দিবস প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪ সালের রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ বার্তা-‘আমাদের ভূমি, আমাদের ভবিষ্যৎ’। এই পরিবেশ বার্তাগুলি ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যায়, একই পরিবেশ বার্তা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরিবেশ সংকটের গভীরতার বিচারে একাধিকবার এসেছে। আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ জাতিপুঞ্জের কাছ থেকে আজ অবধি ৫১টি পরিবেশ বার্তা পেলেও বিশৃঙ্খলে যুদ্ধ বা সন্ত্রাস বন্ধ করার কোনও বার্তা পায়নি। অথচ কে না জানে যুদ্ধে বা সন্ত্রাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরিবেশ! এ বছর চন্দননগর পরিবেশ আকাদেমির তরফ থেকে জাতিপুঞ্জের কাছে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিশ্ববাসীকে এক বার্তা দেবার আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু জাতিপুঞ্জ সে কথায় কান দেয়নি। কারণ পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলি যুদ্ধ করে। এবারি এই গ্রহটির ওপর সুকীশেলে তাদের আধিপত্য কায়মে করতে চায়। জাতিপুঞ্জকেও তাদের মতো করে কথা বলতে বাধ্য করে। জাতিপুঞ্জ এদের হাতে খাঁচাবন্দি তোতা। মানুষের ইতিহাসের বেশ খানিকটা জয়গা জুড়েই রয়েছে সন্ত্রাস, যুদ্ধ ও আধিপত্যবাদ কায়মে। পৃথিবীতে মানুষ যেদিন অন্যান্য প্রাণীদের ওপর প্রভুত্ব করতে সফল হয়েছিল, তা-ও এসেছিল শক্তিশালী প্রাণীদের সঙ্গে লড়াই করে। তা সে লড়াই শক্তিরই হোক বা বুদ্ধির। সময় বদলেছে। মানুষ বর্তমানে প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাণী ছাড়াও নিজেকে মশেই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় বিপর্যয়-যুদ্ধ। ইতিহাস বলে, মানুষ বিগত প্রায় ৬০০০ বছর ধরে সশস্ত্র যুদ্ধ করছে। এর মধ্যে মাত্র ৬০০ বছর সশস্ত্র যুদ্ধ হয়নি। যুদ্ধ মাত্রই এক নিষ্ঠুর, অনৈতিক ব্যাপার। এটি একপ্রকার সন্ত্রাস।

পূজিবাদ-বিশ্বায়ন-আতঙ্কবাদ
উত্তর-আধুনিক পেরার আতঙ্কবাদের উদ্দেশ্য হল এক ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে মানুষের সামাজিক, মানসিক ও রাজনৈতিক জগতে জিইয়ে রাখা। বশ্রিজুড়ে রাজনৈতিক শক্তিগুলোর এমন এক পুনর্বিন্যাস ঘটানো, যাতে আতঙ্কবাদ ও আতঙ্কবাদী রাষ্ট্র পূজিবাদের বুনিয়াদ আরও মজবুত হয়। সাধারণ নিরীহ মানুষই এদের আতঙ্কবাদের লক্ষ্য, যাতে জনজীবনে ভয়ের এক আবহ সৃষ্টি হয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। এখানে একটি জরুরি কথা বলা দরকার, বিশ্বায়নের প্রযুক্তিতে সকল সুযোগ-সুবিধা নিয়েই আতঙ্কবাদীরা সারা পৃথিবীজুড়ে এক ফাল্গু-য় মার্কিন সেনা ব্যবহার করেছিল কসফরাস গোলা। এই গোলা যেখানে ফেলা হয়, তার দেশশো মিটারের মধ্যে সকল



মানুষ সহ নানান জীবপ্রজাতির মারাত্মক স্বাস্থ্যসংকট দেরা দেয়। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র মজুত ও তা পরীক্ষার সময়ে পরিবেশে ব্যাপকভাবে এর তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে বিপর্যস্ত হয় বাস্তবত্ব। যুদ্ধের পরিণামে পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রাণীজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ কথা ঠিক। কিন্তু বার-বার যুদ্ধের প্রস্তুতি, যুদ্ধের মহড়ায় তা বিপর্যস্ত হয় আরও বেশি। আর এই না-হওয়া যুদ্ধের বিপদটাই আরও বেশি। কারণ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর ক্ষয়ক্ষতির কোনও হিসেব নেই। আতঙ্কবাদীরা সারা পৃথিবীজুড়ে এক ফাল্গু-য় মার্কিন সেনা ব্যবহার করেছিল কসফরাস গোলা। এই গোলা যেখানে ফেলা হয়, তার দেশশো মিটারের মধ্যে সকল

মিনা আলবন্স তেলক্ষেত্রেও তেল ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছিল। এর ফলে ভয়ানক বিপর্যস্ত হয়েছিল সেখানকার জলজ বাস্তবত্ব। সকল সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সারা শরীরে তেল মাখা এক বিপন্ন মানস্কোড়ি পাখির অসহায়তার ছবি আজও আমাদের কষ্ট দেয়। উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাক ইচ্ছা করে কুয়েত-এর ৭৬২টি তেলকূপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তেলকূপের দহনে ঘন ধোঁয়ায় ভয়াবহ বায়ুদূষণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। আকাশ থেকে অল্পবৃষ্টি হয়েছিল। তেলকূপের দহনজাত ঘোঁয়ায় থাকে নানাপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ, যেমন কার্বন মনোক্সাইড, না-পোড়া হাইড্রোকার্বন, হাইড্রোকার্বন, পলিভোরিনেটেড ডাইবেনজো ডায়োক্সিন, ফিউরান, কার্বন বুল, সালফার অক্সাইড,

পশুপাখি মারা পড়বে তা নয়, বিপর্যস্ত হবে সেখানকার মাটির স্তর, ব্যাহত হবে নদীপ্রবাহ, বিপন্ন হবে স্থানীয় বাস্তবত্ব। ভূমিবোমার হাত থেকে বাঁচতে মানুষ নিজের জায়গা ছেড়ে অনেক সময় প্রান্তিক জীর্বেচিত্র। সামরিক বাহিনীর নানান কার্যকলাপ, যেমন সেনা যাতায়াত, বিমান থেকে বোমা ফেলা, সেনাবাহিনীর নানারকম ভাৱী যানবাহন ও সার্জোয়া গাড়ি অঞ্চলের ফলে মাটির নিচের জমাটবদ্ধ স্তর ভেঙে যায়, মাটির ওপরের স্তর আলগা হয়ে পড়ে এবং বহু গাছপালা ধ্বংস হয়। এর ফলে মাটির ক্ষয় বাড়ে। এটিই চরম

রাইসির মৃত্যু মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি আরো অস্থির করে তুলবে

বিশেষ প্রতিনিধি

গত ১৯ মে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুর পর অন্য রকম এক ইরানকে দেখেছে বিশ্ববাসী। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যু যেন হলেও বিষয়টি মনে কোনো গভীরভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় আবদ্ধ করেছে! মৃত রাইসি এখন ইরানে অনেক বেশি জনপ্রিয়। এমন পর্যন্ত ইরান সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘটনাকে দুর্ঘটনার বাইরে অন্য কিছু বলা না হলেও বিষয়টি মনে কোনো আশঙ্কাকেই তারা খাটো করে দেখছে না। রাইসির মৃত্যু এবং এর পরবর্তী সময়ে ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের সার্বিক পরিস্থিতি, বিশেষত হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যকার চলমান যুদ্ধ কোন দিকে

যাচ্ছে এসব নিয়ে চলছে বিস্তার গবেষণা। মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র নেতা রাইসি, যিনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার মতো সাহস প্রদর্শন করেছিলেন। এই আঙ্গিক থেকে রাইসির মৃত্যু নিছক একটি দুর্ঘটনা-এটি মানতে পারছেন না অনেক বিশ্লেষক। তদুপরই ইরানে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা, খুন, বিমান ধ্বংস করাসহ অনেক ধরনের ঘটনার নজির রয়েছে। ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামী বিপ্লবোত্তর সময়ের সমাজ সংস্কারে রাইসি দায়িত্ব পালন করেছেন নানা ভূমিকায়। তাঁর অনেক সমালোচনাও ছিল। তার পরও তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে শেষ পর্যন্ত খ্যাতি এবং মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পেরেছিলেন। ধারণা করা হয় যে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনির একনিষ্ঠ ভক্ত ও সমর্থক এবং সেই সঙ্গে খামেনির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর সক্ষমতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে খামেনির উত্তরসূরি ভাবা হতো। বিষয়টি নিয়ে ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ভেতরই প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি তাঁর বিরোধী ছিলেন বলে জানা যায়, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন খামেনির ছেলে মুজতবা খামেনি। বাবার অবর্তমানে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার পথে মুজতবা খামেনির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হতো রাইসিকে। সেই সঙ্গে দুর্ঘটনাকবলিত হেলিকপ্টারটির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অপর দুটি হেলিকপ্টারের নিরাপদে ফিরে আসা নিয়েও রয়েছে অনেক ধোঁয়াশ। দলের নেতৃত্বের পাশাপাশি দেশটিতে আগামী দিনে কংসকারের নেতৃত্ব দেবেন, সেটিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে ইরানের জনগণের আস্থার প্রতিদান দেওয়ার বিষয়টি অনেক



প্রেসিডেন্টের। সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক রাফায় হামলা বন্ধ করা এবং মানবিক সহায়তা প্রবেশের স্বার্থে মিসরের সঙ্গে রাফা সীমান্ত ক্রসিং খুলে দেওয়ার বিষয়ে ইসরায়েলকে নির্দেশ দেওয়া হলেও ইসরায়েল সেই নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে রাফায় হামলা অব্যাহত রেখেছে। এমন অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রজ্ঞি যোদ্ধাদের যদি সক্রিয় রাখা না হয়, তাহলে ইসরায়েল একতরফভাবে গাজা অভয়ান শেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের অপরাপর দেশ, বিশেষত ইরানের

দিয়েছে এবং ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ও সহায়তা আগামী দিনগুলোতে আরো বৃদ্ধি পাবে। ইরানের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মহম্মদ মোশবার। ধারণা করা হচ্ছে, তিনিই হতে পারেন দেশটির পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর ৫০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে এই সময়টিতে রাইসির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে নিজেকে ইরানের মানুষের কাছে তুলে ধরার একটা সুযোগ এসেছে তাঁর সামনে।

সে ক্ষেত্রে ভোটারদের তরফ থেকে সহানুভূতি ভোটপ্রার্থির পাল্লাটিও তার দিকেই ঝুঁকে থাকবে। তার পরও ইরানের রাজনীতি আগামী দিনগুলোতে সংকটের উর্ধ্বে থাকবে বলে জোর প্রত্যাশা করা যাচ্ছে না। একদিকে রাইসির মতো কঠোর সরকারপ্রাণের শূন্যতা পূরণ হওয়ার বিষয় রয়েছে, অন্যদিকে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার পদে আগামী সময়ে কে অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছেন এই দূটি মৌলিক প্রশ্নের সমাধান ছাড়া আগামী দিনের ইরানকে মূল্যায়ন করা কঠিন হবে। রাইসির এমন একটা সময় মৃত্যু ঘটল, যখন ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যকার উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে ছিল। ইরানের প্রতি ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় ক্ষোভের জায়গাটি হচ্ছে হামাস, হিজবুল্লাহ ও ইসলামী জিহাদসহ অসংখ্য ইসরায়েলবিরোধী প্রজ্ঞি যোদ্ধাকে নিয়মিত সহায়তা প্রদান করতে ইরান। এরই রেশ ধরে ইরান এবং দেশটির গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের ওপর গুপ্তহামলাসহ নানা ধরনের ষড়যন্ত্রতত্ত্ব ইসরায়েল সুচতুরভাবে বাস্তবায়ন করে আসছিল। ইসরায়েলের সব ষড়যন্ত্রের জবাব দিতে সর্বাত্মক যেসব প্রস্তুতি রাইসির হাত দিয়ে সূচনা হয়েছিল, সেসব ধরে রাখার পাশাপাশি প্রজ্ঞি যোদ্ধারা ইরানের পক্ষ থেকে অব্যাহতভাবে সহায়তা পেয়ে যেতে থাকবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। সব শেষে ইরান নিঃসন্দেহে একটা অভ্যন্তরীণ সংকট অতিক্রম করছে। এই সংকট উত্তরণে বর্তমানে তাদের নিজজের ভেতরের একা যেমন জরুরি, একইভাবে তাদের আন্তর্জাতিক সমর্থনেরও প্রয়োজন রয়েছে। রাইসির মৃত্যুর পর তুরস্ক, চিন, রাশিয়া, সৌদি আরবসহ গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর নেতারা ইরানের সংকটে পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছেন। সম্প্রতি সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালামান ইরানের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে টেলিফোনে সৌজন্য বিনিময়ের এক পর্যায়ে ইরান সফর করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। হয়তো আমরা সামনের দিনগুলোতে অপরাপর দেশগুলো, বিশেষ করে রাশিয়া ও চিনের ভূমিকাকে আরো স্পষ্ট হতে দেখব। ইরানের প্রতি আস্থাশীল দেশগুলোর আস্থা অব্যাহত রাখা এবং দেশটির নিজদের মধ্যকার রাজনৈতিক বিরোধের নিষ্পত্তি জরুরি। আর এর মধ্য দিয়েই ইরান তার অবস্থান সমুন্নত রেখে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে নিজদের প্রভাবের জায়গাটিকে ধরে রাখতে পারে।

গৃহস্থালী

গরমে নষ্ট হচ্ছে পাকা ফল? কি করবেন দেখে নিন

ফল কিনে ফ্রিজে রাখার জায়গা নেই? অথচ মারাত্মক গরমে ফল পেকে একশেষ! মিষ্টি ফলের গন্ধের সঙ্গে ইতি-উতি পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিকে গুচ্ছের ঢাকা নষ্ট হওয়ায় ভয়, অন্যদিকে সেই ঢাকা বাঁচাতে সারাদিন ফলাহার করার চিন্তা এবার ছাড়ান। জেনে নিন কীভাবে পাকা ফল সংরক্ষিত করলে বেশ কিছুদিন রয়ে-সয়ে খেতে পারবেন।

সূর্যের আলো থেকে সাবধান- তাপ ও গরমে ফল দ্রুত পাকে। তাই সংরক্ষণের সময় এমন জায়গায় রাখুন যেখানে সরাসরি রোদ পড়ে না। ঠান্ডা জায়গা এবং হাওয়া চলাচল করে। আম, আনারস, তরমুজ, লিচু এরকম জায়গায় রাখুন। ইথিলিন সমৃদ্ধ ফল থেকে সাবধান- কলা, আপেল, নাশপাতি ইত্যাদিতে ইথিলিন থাকে, যা ফলকে দ্রুত পাকিয়ে দিতে পারে। এগুলোর থেকে অন্যান্য পাক ফলকে দূরে রাখুন। পাকা ফল হলে কিন্তু সাবধান! ভুলেও বাইরে রাখবেন না। গ্রিন্জের আলাদা ড্রয়ারে কিংবা কাগজের



প্যাকেটে ফল মুড়ে রাখুন। তাহলে আর্দ্রতার ভারসাম্য বজায় থাকবে। বেশ কিছুদিন খাদ্যপোয়োগী থাকবে। এয়ার-টাইট পাত্রের ব্যবহার- পাকা ফল কেটে এয়ার-টাইট বক্সে কিংবা মুখ বন্ধ কোনও প্লাস্টিকের বক্সে রাখুন, এতে বাতাসের সংস্পর্শে আসবে না। ফলে আর্দ্রতার কারণে ফল দ্রুত পাকবেও না।

ভিনিগার ম্যাজিক- দীর্ঘদিন ফল সতেজ রাখতে হলে জলের মধ্যে কিছুটা ভিনিগার এবং নুন মিশিয়ে

৮ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন পরে জল ধরান।

ফ্রিজে রাখার আগে- ভেজা অবস্থায় ফল ফ্রিজে রাখবেন না। বাজার থেকে এনে ধুয়ে নিয়ে ভাল করে শুকিয়ে নিন। তারপর ফ্রিজে ঢেকান।

ডিপ ফ্রিজের ব্যবহার-পাকা ফল ধুয়ে কেটে এয়ার টাইট বক্সে বরফ করে ফেললে সেগুলোর পচন বন্ধ হয়ে যায়। প্রয়োজনমতো জুস তৈরি কিংবা চাটনি বানিয়ে ফেলতে পারেন।

মৌদীর শপথ রবিবার সন্ধ্যায়, একদিন পিছনোর কারণ কী

দূরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী মৌদীকে সরকার গড়তে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য হিসাবে নরেন্দ্র মৌদী আগামী রবিবার শপথ নবেন। আনুষ্ঠানিকভাবে আর্জি জানানো। এনডিএ-র বৈঠকে সন্ধ্যা ছটায় কর্তব্যপথে হবে এই শপথ অনুষ্ঠান। এতদিন পরন্তু রাষ্ট্রপতি ভবনের উঠানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হতে। এই মুহূর্তে দিল্লিতে পুরনো সংসদ ভবনে চলছে এনডিএ সংবাদীয় দলের বৈঠক। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মৌদী ছাড়াও বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং চিডিপি নেতা চন্দ্রাবাবু নাইডু ও জেডিইউ সুপ্রিয়ো নীতীশ কুমার উপস্থিত রয়েছেন। ওই বৈঠকে নরেন্দ্র মৌদীকে এনডিএ’র প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়ার পর জোট নেতারা রাষ্ট্রপতি ভবনে যাবেন। ঠিক হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চন্দ্রাবাবু নাইডু, নীতিশ কুমার এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে যাবেন

উপ মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতাদের বৈঠক। সেই বৈঠকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুরর সঙ্গে দেখা করতে। তারা নদ্রে স

শনিবার সন্ধ্যায়। কিন্তু একদিন শপথ অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি এবং বিজেপি সূত্র থেকে বলা হচ্ছে বিদেশি অভ্যাগতদের কথা বিবেচনায় রেখে সময় ও দিন বদল করা হয়েছে। আমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশ, ভূটান, মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী। তবে দিন বদলের অন্য কোনও কারণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। তবে শপথ একদিন নেওয়ার পর জোট নেতারা রাষ্ট্রপতি ভবনে যাবেন। ঠিক হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চন্দ্রাবাবু নাইডু, নীতিশ কুমার এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে যাবেন

মূলত নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা নিয়ে কথা হবে।

মেট্রো স্টাফ একজন অস্বচ্ছল মহিলা যাত্রীকে উদ্ধার করে

কলকাতা, ৭ জুন : ০৬.০৬.২০২৪ তারিখে ১৪,২০ টায়, রবীন্দ্র সারোবর মেট্রো স্টেশনে ট্রেনে উঠার পর একজন মহিলা যাত্রী হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। অন-ডিউটি আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরা অবিলম্বে তার সাথে উপস্থিত হন এবং পরিস্থিতির গুরুত্বতো বিবেচনা করে তাকে স্টেটোর স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাকে তার মেয়ের সাথে আরও চিকিৎসার জন্য এম আর বাস্ফর হাসপাতালে পাঠানো হয়। তারা উভয়েই স্টেশন কর্মীরা আগে সদয় সহযোগিতা এবং সময়মত সাহায্যের জন্য মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

শিশুকন্যার দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ জুন : হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট থেকে সদ্যোজাত শিশুকন্যার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য।শুক্রবার সকালে গঙ্গার ঘাটে দেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে হাওড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘেটটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ মৃতদেহটি রামকৃষ্ণপুর ঘাটের মন্দিরর কাছে পড়েছিল। সদ্যোজাত শিশুকন্যার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে অশান্তি এতই চরমে পৌঁছেছে যে তৃণমূলের পঞ্চায়েতের প্রধান

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ জুন : লোকসভা ভোটে হুগলি আসনে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭৬,৮৫৩ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও শান্তি নেই ঘাসফুল শিবিরে। অশান্তি এতই চরমে পৌঁছেছে যে পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ একাধিক সদস্য পদত্যাগ করেছেন শুক্রবার । একে একে বিভিন্নও অফিসে গিয়ে পদত্যাগপ্রত্ন জমা দিচ্ছেন তারা। কেন এমন পরিস্থিতি হচ্ছে? আসলে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে জিতলেও হুগলির সাতটি বিধানসভার মধ্যে উল্লেখ্যই পিছিয়ে রয়েছেন রানা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবধান চুঁচুড়া বিধানসভায়।

সেখানে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের থেকে ৮,২৮৪টি ভোট কম পেয়েছেন রচনা। তাই দলের প্রার্থী জিতলেও চুঁচুড়ার তৃণমূল নেতা কর্মীদের আনন্দ ফিকে হয়ে গিয়েছে অনেকটাই। হারের কারণ পর্যালোচনা করতে দক্ষয় দক্ষয় বৈঠকে বসছেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। ব্যাভেল, দেবানন্দপুর, কোদালিয়া-১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হুগলি-চুঁচুা পুরসভার কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। সূত্রের খবর বিধায়ক, প্রধান, উপপ্রধান সহ জন প্রতিনিধিদের বৈঠকে ডেকে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। অশপান করেছেন বলতে অভিযোগ। এরপরই শুক্রবার সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতগুলির প্রধান, উপ প্রধানরা চুঁচুড়া-মোড়া বিভিন্ন অফিসে গিয়ে

পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ করেছেন কোদালিয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্ত্রী প্রধান সুচেতা মাল্লা পালা। তিনি জানিয়েছেন, তার ওপর কোনও চাপ নেই, তবে দলের পঞ্চায়েত দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন তিনি। বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, চারটি পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ প্রধান পদত্যাগ করেছেন। আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই কারণ তাদের বিবেক আছে। তারা থাকাকালীন দলের ফল খারাপ হয়েছে। মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে কেন এমন হল, তা পর্যালোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। চুঁচুড়া পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কাউন্সিলর রবুট বিশ্বাসের অভিযোগ, মানুষের সঙ্গে বিবেক করে দলের কর্মীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের ফল এটা। এদিকে, বিধায়কের দিকে আঙুল তুলছেন ।

বৃষ্টিতে বাড়ির দেওয়াল কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন? রইল টিপস

রোমালের টানে তড়িঘড়ি উত্তরবঙ্গে ঢুকে পড়েছিল বর্ষা। কিন্তু হাওয়া অফিস বলছে, ৩১ মে থেকে একই জয়গায় দাড়িয়ে মৌসুমী অক্ষরেখা। তার জেরেই দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের এই অস্বস্তির পরিবেশের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। বর্ষা না এলেও বৃষ্টিতে থেকে ভিজবে বাংলা। এমনই আভাস আবহাওয়া দপ্তরের। বৃষ্টি মানেই ইলিশ, বৃষ্টি মানেই মেঘলা আকাশের মনকেমন করা, আবার বৃষ্টি মানে বাড়ির ভিতরে ও বাইরে স্নাতস্নাতে ও গুমোট ভাব। এমন সময় বাড়ির দেওয়ালের খেয়াল রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে তা রাখবেন? রইল উপায়। বাড়ির দেওয়াল, ছাদ বা জানালার আশেপাশে কোনও ফাটল রয়েছে কী না আগে নিশ্চিত হোন। ভাল করে দেখে নিন বাড়ির ছাদ, মেঝে ও দুই দেওয়ালের সংযোগ স্থলগুলো। কোথাও কোনও ফাটল বা আর্দ্রতা জমতে দেখলে দ্রুত ব্যবস্থা নিন। আপনার বাড়িতে কোনও ফাটল থাকলে, তা কিন্তু দেওয়াল ও দেওয়ালের রং নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। তাই বাড়িতে ফালি থাকলে, আগে তা সারানোর পদোবশ্ত করুন। বাড়ির দেওয়ালকে স্নাতস্নাতে ভাব থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র প্রহিমারা। তাই প্রতি বছর বাড়ি রং করার অভ্যাস থাকলে বর্ষার আগেই তা সেরে ফেলুন। ভালো প্রহিমার ব্যবহার করুন। রং করার উপায় না থাকলে অন্তত প্রহিমার কিংবা হোয়াইট ওয়াশ করতে পারেন। বর্ষায় ছাদেরও ক্ষতি কিছু কম হয় না। তাই নিয়মিত নজর রাখুন ছাদে যেন ফাটল না তৈরি হয়। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে আসবেসটিসও লাগাতে পারেন ছাদের উপর। তেমন হলে ছাদের উপর লাগিয়ে নিন টাইলস। তবে টাইলসের রং কালো হয়ে যাচ্ছে কী না, সেদিকে খেয়াল রাখুন। সপ্তাহে একদিন ওই টাইলস পরিষ্কার করুন। আপনার বাড়ির খেয়াল তো আপনিই রাখবেন। দূর্ভোগের আগে দুর্যোগের কথা ভবেে সুরক্ষা ব্যবস্থা করে রাখুন।

দেশের পরবর্তী নিরাপত্তা উপদেষ্টা কে ? ডোভালের উপযুক্ত উত্তরসূরীর খোঁজে কেন্দ্র

দূরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পুলওয়ামা হামলার প্রতিশোধ নেওয়া হোক কিংবা গালওয়ান প্রদেশে চিনা আগ্রাসন নীতির মোকাবিলা। দেশের সুরক্ষার স্বার্থে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সাহায্য করেছেন । দীর্ঘ ১০ বছর দায়িত্ব সামলানোর পর গত ৬ জুন অবসর নিয়েছেন দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল । তার মেয়্যা উত্তরসূরী হিসেবে দেশের সুরক্ষার দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে, এই মুহূর্তে সেই নিয়ে চিন্তায় পড়েছে মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটি । স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সূত্র ইটিভি ভারতকে জানিয়েছে, অবসরের পর এই শীর্ষ পদে আর থাকতে চান না ডোভাল । আর সেই কথা তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন । তার সেই সিদ্ধান্তের পর এই মুহূর্তে বিষয়টি নিয়ে বেজায় চিন্তায় পড়েছে কেন্দ্র । সূত্রের দাবী, নিয়োগ কমিটির সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের নাম ঘোরাঘেরা করছে । তালিকায় রয়েছেন, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবি এবং প্রাক্তন র প্রধান অলোক যোশী । যদিও এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি । একজন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার কাজ হল প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় নিরাপত্তা নীতি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে উপদেশ দেওয়া। ভারতের আন্তরীণ ও বাহ্যিক ছুমকি এবং সুযোগ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়মিত পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব এনএসএ-র। সরকারের পক্ষে থেকে কৌশলগত এবং সর্বেস্বেনশীল বিষয়গুলির তত্ত্বাবধান করাও একজন এনএসএ-র অন্যতম প্রধান কাজ।

বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় ভোট দিয়ে আবার ভিন রাজ্যে কাজে পাড়ি দিলো সুন্দরবনের কয়েকহাজার পরিযায়ী শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ৭ জুন : সু ন্দরবন এলাকার কয়েকহাজার পরিযায়ী শ্রমিক এবারে ভোট গ্রহনে অংশ নিলেন।রাজ্যে কোনো কলকারখানা গাে ওঠে নি,বিকল্প কর্মসংস্থান নেই, তাই সু ংদরবন এলাকার কয়েকহাজার মানুষ পেটের টানে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে যায়।গত ১ লা জুন সু ংদরবন এলাকায় ভোট গ্রহন ছিলো। তাই তার আগে ভিন রাজ্য থেকে তাঁরা শুধুমাত্র দেশের নাগরিকের অধিকার প্রয়োগ করতে দেশের বাািতি ফিরে আসোভোট দিয়ে কয়েকজন দেশের বাািতি পরিবারের সাথে সময় কাটিয়ে আবার ভিনরাজ্য রওনা দিলো কুলতলি,জয়নগর, বাসন্তী,ক্যানিং এলাকা থেকে।এব্যাপারে কুলতলির মেরীগঞ্জ, গোপালগঞ্জ,মৈপাঠ, জালাবো।িয়া,জয়নগরের বাইশহাটা, গাদেওয়ানি,চুপাঝিয়ার কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক বলেন,আমাদের রাজ্যে কোনো কাজ নেই।কলকারখানা নেই। বিকল্প কোনো কাজ নেই। তাই আমরা আমাদের সংসার সামলাতে কেউ অন্ধপ্রদেশ,কেউ মহারাষ্ট্র,কেউ তামিলনা়ু,কেউ উত্তরপ্রদেশ,কেউ বা কেরালা সহ একাধিক রাজ্যে গিয়ে ঠিকা শ্রমিকের কাজ করি।আমাদের রাজ্যে বিকল্প কর্মসংস্থান থাকলে আমরা আমাদের পরিবার ফেলে সারা বছর ভিন রাজ্যে গিয়ে কাটাতাম না।লোকসভার ভোট ছিলো, দেশ গার ভোট ছিলো তাই আমরা আমাদের ভোটধিকার প্রয়োগ করে গেলোমাকে ক্ষমতায় এলো আর কে ক্ষমতায় এলো না তা আমাদের জেনে লাভ নেই।তবে এই রাজ্যে বা এই জেলায়

মাছ ব্যবসায়ী তৃণমূল কর্মীর উপর হামলা বেলুড়ে, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে উঠলো অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ জুন : পেশায় মাছ ব্যবসায়ী এক তৃণমূল কর্মীর উপর হামলার ঘটনা এবার হাওড়ার বেলুড়ে। এই হামলার ঘটনায় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে উঠলো অভিযোগ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। এই ঘটনায় কোনও রাজনীতি যুক্ত নেই বলেও দাবি উঠেছে। ঘটনাটি ঘটে বেলুড়ের রাজেন শেঠ কোনে। ওই এলাকাই এক মাছ ব্যবসায়ী তৃণমূল কর্মী ইন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জী দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকালে ওই ঘটনা ঘটে। লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণার আগে থেকে ইন্দ্রজিৎকে ছমকি দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, তাঁর মাছের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ারও ছমকি দেওয়া হয়। আক্ষেপে গত কয়েক দিন ইন্দ্রজি মাছের দোকান বসাতে পারেননি। শুক্রবার সকালে মাছ



কত পরিমান পরিযায়ী শ্রমিক আছে তাঁর সঠিক হিসাব কিন্তু জেলা প্রশাসন থেকে পাওয়া গেল না। তবে সেটার পরিমান কয়েক হাজার তো হবেই।

বিক্রি করতে বসতেই হন্দ্রজিৎের উপর আক্রমন চালায় দুষ্কৃতীরা। এদিকে, ঘটনার পর এলাকায় গোলেও অভিযুক্তদের খোঁজ মেলেনি। তবে মূল অভিযুক্তের স্ত্রী জানান, ওই তৃণমূল কর্মী বেশ কিছুদিন যাব তাঁর স্বামীকে ফোন করে অশ্রাব্য গালাগালি করছিলেন। এমনকি তাঁর শিশু কন্যার নামেও নানা কুসংখ্যা বলেছিলেন। এদিন এর কবনে রাজ্য জিজ্ঞাসা করতে গেলে ফের উল্টে গালাগালি করবেন তৃণমূল কর্মী ইন্দ্রজি। আর তখনই বচসা বাধে। গুলুগোলে বেয়ে হয়। প্রসঙ্গত, এলাকায় উইল দিচ্ছে পুলিশ। অভিযুক্তরা পলাতক। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা থাকায় বেলু। থানার পুলিশ এবং সেন্ট্রাল ফোর্স এদিন ঘটনাস্থলে আসে। সাময়িকভাবে অবস্থা সামাল দেওয়া গেলেও এখনও এলাকা থমথমে রয়েছে।

শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন লকেট

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ জুন ংলোকসভা ভোট মিটেছে। হুগলি হাতছাড়া হয়েছে বিজেপিরা। ৭৬ হাজারেরও বেশি ভোটে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে পরাস্ত করেছেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের রেজাল্ট প্রকাশো আসার পরই হুগলির পাণ্ডুয়ায় রবি সোনের নামে এক বিজেপি নেতা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হাট আটাক হয়েছিল। বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যু হয়। ভোটে হারের পর লকেট এখন রয়েছেন দিল্লিতে। কিন্তু দলীয় কর্মীর মৃত্যুর খবর তাঁর কাছেও গিয়েছে। শুক্রবার দুপুরে মৃত দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বললেন লকেট। শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন বিজেপি নেত্রী। পাণ্ডুয়ার ওই মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বও। ভিডিয়ো কলে লকেটকে তারা জানান, সেখানকার পরিস্থিতির কথা। হুগলির ভোটের রেজাল্ট একবার প্রকাশো আসলে, বুধবার সকলকে নিয়ে ‘ করার প্র্যানিং করেছিলেন ওই বিজেপি কর্মী। কিন্তু ভোটের রেজাল্ট লকেট হারছে দেখেই, অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। বুকে যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকেন। এরপর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি রবি সোনের নামে ওই বিজেপি কর্মীকে। শুক্রবার মৃত দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কষ্ট চেপে রাখতে পারলেন না লকেট।

আসন্ন ভারী বর্ষার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালািগাঁও, ০৭ জুন : ট্রেনের অবিরতভাবে পরিচালন এবং বাধাহীন পরিষেবা নিশ্চিত করতে বিশেষত বর্ষাকালে নিজেদের যাত্রীদের সুগম ভ্রমণ প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। স্থায়ী প্রচেষ্টা ও পরিকাঠামোর আপগ্রেডেশনের জন্য বিগত কয়েক বছরে বর্ষার সময় ট্রেন পরিচালনায় সুবিধা হয়েছে। এর ফলে প্রচুর বৃষ্টিগাত সন্ত্বেও ন্যূনতম বাধা সহ প্রত্যেকটি ডিভিশনে মসৃণ ও স্বাভাবিকভাবে ট্রেন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সাহায্য হয়েছে। এক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সিভিল, মেকানিক্যাল, সিগনালিং, ইলেক্ট্রিক্যাল সম্পদ ও সরঞ্জাম ইত্যাদির উপযুক্ত সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি মিশন মোডে বর্ষাকালের জন্য বেশ কয়েকটি প্রস্তুতিমূলক কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে বিস্তৃত ৬৪০০ কিলোমিটারেরও বেশি রেলওয়ে ট্রাকে বিগত কয়েক মাস ধরে বর্ষাকালের সাথে মোকাবিলা করার জন্য উপকরণ আনা-নেওয়া করা হচ্ছে। এই রেলপথে বর্ষাকাল বিশাল এক প্রত্যাহানা। প্রতি বছর প্রায় ৭০০০ এমএম প্রবল বৃষ্টিগাত হওয়া তথা নিম্ন হিমালয়ান রেঞ্জের পাদদেশের কাছ থেকে টিলা ভূপণ্ডের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলে এই রেলওয়ে পরিষেবা দিয়ে চলেছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম বর্ষার স্বাভাবিক সময় হলো প্রত্যেক বছর মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত, অন্যদিকে লামডিং ডিভিশনে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয় বর্ষা। প্রচণ্ড বৃষ্টিগাত ও ভূমি ধসের জন্য বাঁধ খণ্ড বিখণ্ড হওয়া, ব্রিজের উপর দিয়ে জলের সমাজের উদ্যোগে বাপি হালদারের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃষ্ণচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের এক জন বিজেপি সদস্য, এক জন সিপিএমের সদস্য মথুরাপুরের নব নির্বাচিত সাংসদ বাপি হালদারের হাত ধরে বিরোধী দলের চারজন তৃনমূলে যোগ দিলেন।গত পঞ্চায়েতে মথুরাপুর ১ নং ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতে বিজেপি ও সিপিআইএম মিলে বোর্ড গঠন করে ছিলো।ভোটের আগে বিজেপির এক সদস্য তৃনমূলে যোগ দিয়েছিলো।আর শুক্রবার কৃষ্ণচন্দ্রপুরে নাগরিক



প্রবাহ বয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা প্রায়ই ঘটে। ট্রাকের সুরক্ষিত ও ভালো অবস্থা নিশ্চিত করতে একটি বিস্তারিত কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপোষ না করা হয়। এই জন্য, রেলওয়ে ট্রাকের নিরাপত্তার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে একটি বিস্তারিত কৌশল প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে স্পর্শকাতর স্থানগুলিতে বিভিন্ন উপকরণের বর্ষাকালীন সংগ্রহের পূর্বে নিম্নাশন ব্যবস্থা পরিষ্কার করা, ব্রিজের ওয়াটার ওয়ের পরিষ্কার করা, ব্রিজে বিপদস্ত্র চিহ্নিত করা ইত্যাদি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। সমস্ত ধরনের প্রতিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজের অধিক্ষেত্রের অধীনে বৃষ্টিপাতের ফলে কোনও ধরনের বিপদজনক পরিস্থিতি যাতে না ঘটে তার জন্য ৬৪০০ কিমি-এরও অধিক ট্র্যাক ক্রমাগত পরিদর্শনের জন্য পেট্রোলিং টিম নিয়োজিত করা হয়েছে। এই টিমটি আবহাওয়া দপ্তরের জারি করা বৃষ্টিপাতের সতর্কতার উপর ভিত্তি করে টহলদারি ক রে। টহলদারি করার জন্য নিয়োজিত কর্মীরা জিপিএস ট্রাকার, লুনিাস জ্যাকেট, রেনকোট ও পৃথক ওয়াটারপ্রুফ ট্রাউজার, সুরক্ষামূলক হেলমেট, সুরক্ষামূলক জুতো, শক্তিশালী সাফ্ল্যাসলাইট ইত্যাদির মতো সর্বশেষ ও অত্যাধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত।

বিজেপি ও সিপিআইএমের হাত থেকে কৃষ্ণচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের দখল নিলো শাসক তৃনমূল

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর , ৭ জুন : ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকে বিরোধী দল থেকে শাসক দলে যোগদান লগে রয়েছে। আর এবার মথুরাপুরের নব নির্বাচিত সাংসদ বাপি হালদারের হাত ধরে বিরোধী দলের চারজন তৃনমূলে যোগ দিলেন।গত পঞ্চায়েতে মথুরাপুর ১ নং ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতে বিজেপি ও সিপিআইএম মিলে বোর্ড গঠন করে ছিলো।ভোটের আগে বিজেপির এক সদস্য তৃনমূলে যোগ দিয়েছিলো।আর শুক্রবার কৃষ্ণচন্দ্রপুরে নাগরিক

সমাজের উদ্যোগে বাপি হালদারের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃষ্ণচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের এক জন বিজেপি সদস্য, এক জন সিপিএমের সদস্য মথুরাপুরের নব নির্বাচিত সাংসদ বাপি হালদারের হাত ধরে বিরোধী দলের চার জন পলাক তুলে নেন। আর তার ফলে এই পঞ্চায়েতে সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে গেল তৃনমূলা।শাসক দলে যোগ দিয়ে এদিন বিরোধী দলের চার জন সদস্য বলেন,মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতে তৃনমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে এলাকার

উন্নয়নের কাজ করতে চাই।এদিন সাংসদ বাপি হালদার বলেন,মানুষ বিরোধীদের কুনা, ভাওতা বুঝতে পেরে গেছে।তাই তো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সামিল হতে ওরা তৃনমূলে যোগ দিলেন। তিনি এও বলেন, আমি মানুষের পাশে আছি এবং থাকবো। এছাড়াও যেখানে রাস্তাঘাট হয় নি এবং নদী বাঁধ মেরামত হয়নি সেই সব দিকে আমি নজর দেবো। এবার সু ন্দরবনে উন্নয়নে জোয়ার আমি বইয়ে দেবো।

উত্তর পূর্ব রেলের তিন দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

গোরখপুর, ৭ জুন : উত্তর পূর্ব রেলের মহানাবস্থাপক, শ্রীমতি সৌম্য মাথুরের নির্দেশে এবং প্রিন্সিপাল ফিক্সমাসিয়াল মানেজার, মিঃ মনোজ কুমার সিনহার সভাপতিত্বে, উত্তর পূর্ব রেলের অপ্রত্যাশিত ঘটনা যেমন যাত্রীবাহী ট্রেনের দুর্ঘটনা , ট্রেন থেকে পড়ে যাত্রীদের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ত্রিটি বিভাগের সহকারী নিরাপত্তা কমিশনার এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান এবং এর ফলে জল মামলার উৎস রোধ করা। ট্রেন লাইনচ্যুত, স্কন্ধসী ঘটনা, ডাকবতি এবং ট্রেন দুর্ঘটনা, ৭ জুন, ২০২৪, বাগিচা বিভাগ, গোখরাপুরের অটোচিত কক্ষ আয়োজিত তিন দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হয় ।

নাম পরিবর্তন
আমি, PANDEY (পুরাতন নাম) স্বামী SHIV KUMAR PANDEY, টিকানা- 535A HAZRA ROAD, KOLKATA-700019, WEST BENGAL, INDIA, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 07.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SHWETA PANDEY (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। SHWETA PANDEY (নতুন নাম) এবং SWETA PANDEY (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, SINDHANT PANDEY (পুরাতন নাম) পিতা SHIV KUMAR PANDEY, টিকানা- 535A HAZRA ROAD, KOLKATA-700019, WEST BENGAL, INDIA, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 20.11.2023 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SIDDHANT PANDEY (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল । SIDDHANT PANDEY (নতুন নাম) এবং SINDHANT PANDEY (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE
I, MAJAHAR MONDAL, SON OF MAYEJMUDDIN MONDAL, RESIDING AT GAYESPUR, MOHIPUR, DAKSHIN DINAJPUR-733141, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOJAHAR MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/05/2024.THAT MAJAHAR MONDAL AND MOJAHAR MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE
I RUPESH KUMAR AGARWAL,S/O MUNNA LAL AGARWAL,R/O CLUB TOWN,BLOCK-2/2CD,VIP ROAD,TEGHARIA,NORTH 24 PARGANAS-700052, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUPESH AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/06/2024.THAT RUPESH KUMAR AGARWAL AND RUPESH AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

NAME CHANGE
I MOFIJUL MONDAL, S/O FAKIR MONDAL, R/O VILL & PO- GHUNI,HATIARA,PS-ECOPARK, NORTH 24 PARGANAS, 700157, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAFIJUL MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/06/2024.THAT MOFIJUL MONDAL AND MAFIJUL MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

NAME CHANGE
I, Arpita Sen (old name) W/O Avinaba Sen, residing at Udayan, Flat No-UV-19/01-0B, Survey Park, Jadavpur, Kolkata- 700075, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Arpita Dey (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/06/2024. Arpita Dey (new name) and Arpita Sen (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE
I SOURAV GUPTA,SON OF SUBHAS CHANDRA GUPTA, RESIDING AT GC-212,SECTOR-3,SALT LAKE CITY, PS-BIDHANNAGAR SOUTH, NORTH 24 PARGANAS -700106, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAURAV GUPTA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/06/2024.THAT SOURAV GUPTA AND SAURAV GUPTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

NAME CHANGE
I BAYEN SUDDHESHWAR AND SUDDHESHWAR BAYEN, S/O KOKIL CHANDRA BAYEN, R/O DAS HDRON KALIMANDIR RAJARHAT, GOPALPUR (M), NORTH 24 PARGANAS-700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SIDDESWAR BAYEN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/06/2024. THAT BAYEN SUDD HESHWAR AND SUDDHESHWAR BAYEN ALSO SIDDESWAR BAYEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

NAME CHANGE
I, Meftabuddin Molla (old name) S/O Mohammad Ali Molla, residing at Vill.- Hatisala, P.O.- Hatisala, P.S.- Kolkata Leather Complex, Kolkata- 700135, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Meftab Uddin Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/06/2024. Md Meftab Uddin Molla (old name) and Meftabuddin Molla (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE
I SAYRA BEGUM AND SAYRA BEGUM ALIAS SAIRA KHATOON, D/O ABDUL RAHAMAN, R/O 5B,HAZI LAKE, ENTALLY, PS-BENIA PUKUR, KOLKATA-700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIRA KHATOON, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024. THAT SAYRA BEGUM AND SAYRA BEGUM ALIAS SAIRA KHATOON AND SAIRA KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

NAME CHANGE
I, Sekh Amarul Islam (old name) S/O Sak Payian Uddin, residing at Vill.- Dumrut, P.O.- Fuleswar, P.S.- Contai, Dist.- Purba Medinipur, Pin- 721401, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sekh Amerul Islam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/05/2024. Sekh Amarul Islam (old name) and Sekh Amarul Islam (new name) both are same identical person.

বাংলার ফুটবলের উন্নতিতে সুনীলকে ‘প্রথম’ প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর

দুর্ভুক্ত বার্তা, কলকাতাঃ কলকাতায় তার ফুটবল কেরিয়ার শুরু। সেই কলকাতা থেকেই জাতীয় দলের জার্সি তুলে রাখলেন সুনীল ছেত্রী। বিদায় বেলায় আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না ক্যাপ্টেন। গার্ড অফ অনরের সময় কৈদে ফেললেন সুনীল ছেত্রী। সতীর্থরা একে একে জড়িয়ে ধরেন সুনীলকে। ম্যাচ শেষে সুনীলকে সংবর্ধনা দেয় বাংলার ফুটবল সংস্থা আইএফএ, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন, কলকাতার তিন প্রধান আর রাজ্য সরকার। ১৯টা গিনি দিয়ে তৈরি



বিশেষ সোনার চেন সুনীলকে দেয় রাজ্য সরকার। সেই গিনির ডিজাইন পছন্দ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদায়ী ম্যাচ খেলতে নামার আগে দুপুরবেলা সুনীলকে ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্রীড়ামন্ত্রী অরুণ

প্রসাদের মোবাইল থেকে সুনীলকে ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার ফুটবলের সঙ্গে ভারত অধিনায়ককে বৃত্ত করার প্রস্তাব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাজ্যের ফুটবলের উন্নতিতে সুনীলের হোয়া চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। ম্যাচের পর ক্রীড়ামন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই প্রস্তাব দিয়েছেন সুনীলকে।” সুনীল নিজেও সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমি প্রশংসা করেন।

জার্সিতে সারা বিশ্বে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন। ভারতীয় ফুটবল প্রেমীদের পাহাড় প্রমাণ প্রত্যাশার চাপ সামলেছেন ক্যাপ্টেন। আপাতত কয়েকদিনের বিশ্রাম। তারপর বেসালুক একসির হয়ে প্রস্তুতি শিবিরে নামবেন। সুনীলের স্ত্রী যেমন বলই দিলেন আপাতত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতেই দেখতে চান।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ইতিহাস তৈরি করতে পারে, বললেন পাণ্ডিয়া



নিউ ইয়র্ক, ৭ জুনঃ আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু করেছে ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। বাবর আজমেরা আমেরিকার কাছে হারলেও ভারত-পাকিস্তান লড়াই মানে অন্য উত্তেজনা। আইরিশদের বিরুদ্ধে ভারতের জয়ের অন্যতম নায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া আত্মবিশ্বাসী। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার জন্য যেন তার সুইছে না তাঁরা। ৯ জুনের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে হার্দিক বলেছেন, “বড় ম্যাচ খেলার জন্য সব সময় মুখিয়ে থাকি। এই ধরনের ম্যাচের গুরুত্ব আলাদা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভালো সব সময় আমার সহায় হয়েছে। ওদের বিরুদ্ধে কয়েকটা ম্যাচে আমার পারফরম্যান্স ভালো।” উল্লেখ্য, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছাউ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন হার্দিক। ৮-৪ রান

করেছেন তিনি। নিয়েছেন ১১টি উইকেট। ভারত-পাকিস্তান লড়াই নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহ, আবেগের কথা অজানা নয় হার্দিকের। তবু এই ম্যাচকে তিনি দু’দেশের লড়াই হিসাবে দেখতে রাজি নন। ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক বলেছেন, “এটা কোনও লড়াই নয়। তবে এই ম্যাচ ইতিহাস তৈরি করতে পারে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে সব সময় উত্তেজনা থাকে। প্রচুর উৎসাহ, আবেগ দেখা যায়। অল্পতেই অনেকে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সকলকে অনুপ্রাণিত করব, উত্তেজিত হবেন না। শৈর্ষ রাখুন। আশা করব, আমরা দল হিসাবে মাঠে ক্রিকেটীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারব। দলের সকলের একটাই লক্ষ্য থাকবে। আমরা নিজেদের কাজ টিক মতো করতে পারলে একটা সুন্দর দিন উপভোগ করতে পারব।” বৃহস্পতিবার সুপার ওভারে আমেরিকার কাছে হেরে চাপে পড়ে গিয়েছেন বাববেরা। ভারতের বিরুদ্ধে জয়েই এক মাত্র বাববের চাপ মুক্ত করতে পারে তাঁদের। হার্দিক জানেন, পাকিস্তান জয়ের জন্য মরিয়া থাকবে। তিনি ভরসা রাখছেন নিজেদের শক্তির উপর।

পাকিস্তানকে হারিয়ে ‘অনেক নতুন দুয়ারের’ সামনে যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট

নিউ ইয়র্ক, ৭ জুনঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয় যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটের অনেক নতুন দুয়ার খুলে দেবে আশা প্রকাশ করেছেন অধিনায়ক মোনাক্ প্যাটন। গতকাল রাতে সুপার ওভারে গত আসরের রানার্সআপ পাকিস্তানকে হারিয়ে ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম বড় অঘটনের জন্ম দিয়েছে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে আসা যুক্তরাষ্ট্র, যারা এ টুর্নামেন্টের সহ-আয়োজকও। ডালাসের ম্যাচটি অবশ্য সুপার ওভারের আগেই জেতা উচিত ছিল বলেও মনে করেন মোনাক্। টুসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়া যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে আটকে দেয় ১৫৯ রানেই। এমন উইকেটে এ লক্ষ্য খুব একটা কঠিন নয়, তার ওপর ম্যাচের একদিক বেশ ছোট। তবে শাহিন শাহ আফ্রিদি, মহম্মদ আলি, হারিস রুফ ও নাসিম শাহর সমন্বয়ে গড়া পাকিস্তানের পেস আক্রমণের বিপক্ষে কাজটি একেবারে সহজও ছিল না যুক্তরাষ্ট্রের। অবশ্য দ্বিতীয় উইকেটে মোনাক্ ও অ্যান্ড্রিস হোউসের ৪৮ বলে ৬৮ রানের জুটিতে ঐতিহাসিক জয়ের পথে দারুণভাবে ছিল যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তান পেশারদের আটসাঁট বোলিংয়ে এরপর ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে যেতে ধরে তাদের। ৬৮ বলে ৫০ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা মোনাক্ সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, “আমি আউট হওয়ার সময়ও ম্যাচে ছিলাম। আমার

মনে হয়েছে ম্যাচটি শেষ করা উচিত ছিল আমাদেরই, সুপার ওভারে যাওয়া উচিত হয়নি। তবে হ্যাঁ, বিশেষ করে সুপার ওভারে যেভাবে আমরা স্নায়ু ধরে রেখেছি, ১৮ রান মোনাক্ প্যাটন।



করেছি-এটি আমাদের এগিয়ে দিয়েছে।” পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়টিকে নিজেই অবিশ্বাস্য বলছেন মোনাক্, “জয় খুশি। পাকিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলা এবং তাদের হারানো-আমাদের দলের অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স। পাকিস্তানকে বিশ্বকাপে হারানো বড় অর্জন। আমি বলব যুক্তরাষ্ট্র দলের জন্য এটা বড় দিন। শুধু

রোহিতের চোট নিয়ে জল্পনা বাড়ালেন বুমরাহ পত্নী

মুম্বই, ৭ জুনঃ ৯ জুন (রবিবার) ২০২৪ আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে হাই ডেস্টেজ ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কি রোহিত শর্মা চোটের জন্য খেলতে পারবেন না? জসপ্রীত বুমরাহ সম্পর্কে ইনস্টাগ্রামে সঙ্গী গণেশনের সাম্প্রতিক রহস্যময় পোস্ট নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে বুমরাহ সেই পোস্টের যা জবাব দিয়েছেন, তাতে জল্পনা



আগুনে যেন ঘি যোগ হয়েছে। আসলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মা চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর থেকেই এই নিয়ে আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হয়েছিল। এর পর সঙ্গীনার পোস্ট এবং বুমরাহের জবাব সেই আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তবে কি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে রোহিত অনিশ্চিত? ইনস্টাগ্রামে সঙ্গীনা লিখেছেন, “জসপ্রীত টুস করতে আসছে, এর জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না।” জবাবে বুমরাহও উচ্ছ্বসিত লিখেছেন, “আমি টুসের জন্য তৈরি।” যদিও কিছু ভক্তের অনুমান, এটি একটি প্রচারমূলক কৌশল হতে পারে। অনেকেই আবার রোহিত শর্মার ফিটনেস নিয়ে উত্তেজিত প্রকাশ করেছেন। নিউইয়র্কে ভারত বনাম আয়ারল্যান্ড ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ চলাকালীন, ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা হাফসেসফুল্লি করার পরে চোটের কারণে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। ভারতের ইনিংসের নবম ওভারে জোশুয়া লিটলের একটি ডেলিভারিতে রোহিতের হাতের উপর দিকে কাঁধের কাছে চোট লাগে। চোট লাগার পরেও অবশ্য রোহিত পরের দু’টি ডেলিভারিতে ছক্কা হাঁকান। নিজের হাফসেসফুল্লিও পূরণ করেন তিনি। এমন কী ম্যাচের পর রোহিত নিজেই তাঁর চোটকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। তবে তিনি বলেছিলেন, “সামান্য ব্যথা আছে।” তবে পাকিস্তান ম্যাচের আগে রোহিতের চোটের পরিস্থিতি নিয়ে এখনও চিত্রাট পরিষ্কার নয়। রোহিত যদি খেলতে না পারেন, সেক্ষেত্রে যশসী জয়সওয়াল সম্ভবত তাঁর জায়গায় একাদশে ঢুকবেন।

মেট্রোতে যাত্রা, নেই ছুটি মোবাইলেই পাকিস্তান ম্যাচ দেখলেন ভারতের কোচ

নিউ ইয়র্ক, ৭ জুনঃ কয়েক ঘণ্টা পরেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। তার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রোহিত শর্মা ভারত। এমনভাবে বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ট্র্যাকরেকর্ড একেবারেই ভালো নয়। গত টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে বিশ্বকাপে গ্রিন আর্মি জয় পায়নি ভারতীয় টিমের বিরুদ্ধে। এ বারও সেই রেকর্ড ধরে রাখতে চাইছেন বিরাট কোহলি-হার্দিক পাণ্ডিয়ারা।



তার আগে কিন্তু পাকিস্তান টিমকে নিয়ে তুমুল সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই আয়োজক আমেরিকার কাছে হেরে বসেছে বাবর আজমের টিম। সুপার ওভারে হারা ওই ম্যাচ থেকে ভারত কী কী পয়েন্ট নেট করল? বলা হয়, টিমের প্রেয়ারদের ম্যাচ নাও থাকতে পারে। প্রায়গিস থেকেও ছুটি মিলতে পারে। কিন্তু কোরোর কোনও ছুটি থাকে না। কোচ আসলে সারাটা দিন কাজ করেন টিমকে জেতানোর ছক করতে। বিপক্ষের কাকে থামাতে হবে? কোন ব্যাটারের দিকে নজর রাখতে হবে? কোন বোলারকে তৈরি রাখতে হবে? ফিল্ডিং কেমন সাজানো দরকার? টিমের কন্ট্রোলশন কেমন হতে হবে? বোলিং ভারসাম্য থেকে ব্যাটিং অর্ডার-সব দিকে

নজর রাখতে হয় কোচকে। এই কাজটা গত কয়েক বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে এই কাজটাই করে চলেছেন রাহুল দ্রাবিড়। বিশ্বকাপে পা দেওয়ার পর তার যে ঘুম ছুটে গিয়েছে, তাতে আর আশ্চর্য কী! সবচেয়ে বড় কথা হল, ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের এটাই শেষ টুর্নামেন্ট। ট্রফির ধারে-কাছে বেশ কয়েক বার গিয়েছেন টিক্কাই, কিন্তু স্বপ্নপূরণ হয়নি। সেই আক্ষেপ নেটানোর শেষ সুযোগ

ভারতের সামনে। তাই রাহুল সর্বমুখ্য কাজে ডুবে রয়েছেন। সোশাল মিডিয়ায় একটি ছবি ভাইরাল। তাতে দেখা যাচ্ছে, নিউ ইয়র্কের মেট্রোতে যাত্রা করছেন রাহুল। কিন্তু চোখ রয়েছে মোবাইলে। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের ম্যাচ ছিল আমেরিকার বিরুদ্ধে। আয়োজক দেশ হলেও তারা চমকে দিয়েছে গ্রিন আর্মিকে সুপার ওভারে হারিয়ে। রবিবার এই পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই খেলতে নামবে ভারত। তার আগে পাকিস্তানের প্রতিটা খুঁটিনাটি বিষয়ে চোখ রেখেছিলেন রাহুল। বল বাই বল ম্যাচ ফলো করছিলেন। কোরোর যে কাজে খামতি রাখতে নেই, তা তুলে ধরেছে রাহুলের এই ছবি। এমন নিষ্ঠাই ক্রিকেটার থাকাকালীন দেখিয়েছেন। কোচ হিসেবেও দেখাচ্ছেন।

রবিবার ভারত ও পাক ম্যাচ হবে তো! পিচ নিয়ে বিবৃতি আইসিসির

নিউ ইয়র্ক, ৭ জুনঃ টি ২০ বিশ্বকাপে রবিবার ভারত-পাক ম্যাচ। কিন্তু সেদিন খেলা হবে কিনা সন্দেহ। কারণ নিউইয়র্কের আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, সেদিন বৃষ্টিতে খেলা ধুয়ে যেতে পারে। এমনও হতে পারে, একটি ম্যাচও হল না। এমনটিতেই ওই ম্যাচ ঘিরে আগ্রহ তুলে। আমেরিকায় ওই ম্যাচের সর্বোচ্চ টিকিটের দাম আট লক্ষ টাকা। সর্বনিম্ন টিকিটের দাম ২৫-৩০ হাজার টাকা। নিউইয়র্ক আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সেদিন খেলার শুরু থেকেই বৃষ্টি হতে পারে। খেলা শুরু হবে আমেরিকার স্থানীয় সময়ে সকাল ১১টা। ভারতীয় সময়ে সেটি শুরু হবে রাত ৮টা। ধাপে ধাপে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলে জানানো হয়েছে। সেই কারণে খেলা না হলে দুটি দলের মধ্যে এক পয়েন্ট করে ভাগ হবে। চলতি বিশ্বকাপে কোনও রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। একমাত্র ফাইনাল ম্যাচের ক্ষেত্রেই একটি রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে। ভারত ইতিমধ্যেই টি২০ বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করেছে। তারা প্রথম ম্যাচে সহজেই হারিয়েছে আয়ারল্যান্ডকে। অন্যদিকে, পাক দল হার মেনেছে আমেরিকার কাছে। ধারেকাড়ে বাবর আজমদের থেকে অনেকটা এগিয়ে শুরু করবে ভারতীয় দল। এর আগে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের খেলা

এশিয়া কাপে ভেঙে গিয়েছিল। সেবার অবশ্য রিজার্ভ ডে ছিল। আইসিসি ইভেন্টে গ্রুপ পর্বে কোনও রিজার্ভ ডে রাখা হয় না। টি-

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিল ভারত। সেখানে তুলনামূলক ভাবে ব্যাটিং ভালো হয়েছে। মূল টুর্নামেন্টে প্রথম ম্যাচ



টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও প্রথম বার খেলেছে আমেরিকা। টিমের পারফরম্যান্স প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে। যদিও আলোচনায় মার্কিন মূল্যের ড্রপ ইন পিচ। বিশেষ করে নিউ ইয়র্কের নাসাউ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ খেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা। মাত্র ৭৭ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা ইনিংস। এই রান তাড়া করতে

থেকেই নিউ ইয়র্কের পিচ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চর্কিশের বিশ্বকাপে নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ খেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা। মাত্র ৭৭ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা ইনিংস। এই রান তাড়া করতে

দুই অধিনায়কের ম্যাচ জিতে গ্রুপের শীর্ষে স্কটল্যান্ডও



নিউ ইয়র্ক, ৭ জুনঃ নাটকীয়তায় ভরা ম্যাচে পাকিস্তানকে সুপার ওভারে হারিয়ে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র। এবার ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠল স্কটল্যান্ড। গত রাতে নামিবিয়ায় ৫ উইকেটে হারিয়েছে স্কটিশরা। আগের ম্যাচে ইংল্যান্ডের সঙ্গে বৃষ্টিতে পণ্ড হওয়া ম্যাচ আর নামিবিয়ার বিপক্ষে জয় মিলিয়ে স্কটল্যান্ডের পয়েন্ট এখন ৩। অস্ট্রেলিয়া এক ম্যাচে এক জয় তুলে ২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে। ২ পয়েন্ট ২ ম্যাচ খেলা নামিবিয়ারও। ব্রিজটাউনের কেনসিংটন ওভালের ম্যাচটিতে প্রথমে ব্যাট করে নামিবিয়া তোলে ৯ উইকেটে ১৫৫ রান। রান তাড়ায় স্কটল্যান্ড লক্ষ্যে পৌঁছায় ১৮.৩ ওভারে। মারফয়ে জয়ের সম্ভাবনা ছিল নামিবিয়ারও। ১১ ওভার শেষে স্কটল্যান্ডের রান ছিল ৪ উইকেটে ৭৩। সেখান থেকে মাইকেল লিস্কে নিয়ে জুটি গড়েন অধিনায়ক রিচি বেরিটন। দুজনের পঞ্চম উইকেট জুটিতে ৪১ বলে যোগ হয় ৭৪ রান। এর মধ্যে ৪টি ছক্কা ১৭ বলে ৩৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন লিস্ক। আঠারোতম ওভারের শেষ দিকে লিস্ক ফিরলেও বাকি রান তুলতে কষ্ট হয়নি বেরিটন-ক্রিস গিবসেরা। অধিনায়ক বেরিটন অপরাজিত থাকেন ৩৫ বলে ৪৭ রানে, যে ইনিংসে ছিল ২টি করে চার ও ছয়। এর আগে নামিবিয়ার সর্বোচ্চ রানের ইনিংসও আসে অধিনায়কের ব্যাট থেকে। ৩৭ রানে তৃতীয় আর ৫৫ রানে চতুর্থ উইকেট হারানো নামিবিয়া দেখানো পার করে অধিনায়ক গেরহার্ড এরাসমাসের ৩১ বলে ৫২ রানের ইনিংসে ভর করে। পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়া ইনিংসটিতে ৫টি চার ও ২টি ছয় মারেন তিনি। দলের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৭ বলে ২৮ রান জেইন গ্রিনের। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ৩৩ রানে ৩ উইকেট নেন ব্র্যাড হুইল। ম্যাচসেরার স্বীকৃতি ওঠে অবশ্য লিস্কের হাতে। ব্যাট হাতে ৩৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলার আগে যিনি অফ স্পিন বোলিংয়ে ১৬ রানে মেনে ১ উইকেট

পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে, আইসিসি’র কাছে অভিযোগ দায়ের শ্রীলঙ্কার

নিউ ইয়র্ক, ৭ জুনঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক আমেরিকার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনল শ্রীলঙ্কা। তাদের দাবি, আমেরিকা এক একটি দলের সঙ্গে এক এক রকম আচরণ করছে। তারা জানিয়েছে যে, তারা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) কাছে এই নিয়ে অভিযোগও দায়ের করেছে। শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী হারিন ফার্নান্দো দাবি করেছেন যে, অন্যান্য দলগুলি ভালো সুযোগ-সুবিধে পেলেও, শ্রীলঙ্কা তা পাচ্ছে না। শ্রীলঙ্কাকে ইচ্ছা করে অপদস্থ করা হচ্ছে। ফ্লোরিডা বিমানবন্দরে সাত ঘণ্টা দেরিতে বিমান ছাড়া নিয়ে আসেই আইসিসি-কে অভিযোগ জানানো হয়েছে। ফার্নান্দোর দাবি, হোটেল থেকে ৯০ মিনিট দূরে শ্রীলঙ্কার অনুশীলনের মাঠ রয়েছে। সেখানে ভারতের হোটেল থেকে অনুশীলনের মাঠ বেশ কাছাকাছি। ফার্নান্দো সংসদকে বলেন, “শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট আইসিসির কাছে ইতিমধ্যে অভিযোগ দায়ের করেছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করা হচ্ছে। আমরা টুর্নামেন্টের আয়োজকদের কাছ থেকে এর ব্যাখ্যা চেয়েছি।”

প্রকাশিত

সুচিকিংসা

২৬ বর্ষ • সপ্তম সংখ্যা • ১ জুন ২০২৪

পেটের অসুখ

- ডায়াবেটিসে বৃদ্ধি পেতে পারে হার্ট ডিজিজের প্রবণতা
- উচ্চ রক্তচাপ-ই হৃদরোগের অন্যতম কারণ
- হার্ট আটাক
- সমাধান যখন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি
- পার্শ্বায়ন লি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট
- রোবোটিক্স অকোলজি
- ডায়ারিয়া গরম শেষে
- গরমে বর্ষায় জলবাহিত অসুখ
- পেটের অসুখ

সুচিকিংসা এখন অনলাইনে পড়তে পাঠের কোডটি স্ক্যান করুন